ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-316 ■ 24 August, 2024 ■ আগরতলা ২৪ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ৭ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জানালেন রাজস্ব সচিব

বন্যায় রাজ্যে মৃত্যু ২৪, ৫৫৮টি ত্রানশিবিরে ১ লাখ ২৮ হাজার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় এবং গত ২৪ ঘণ্টায় তুলনামূলকভাবে কম বৃষ্টিপাত হওয়ায় রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। বর্তমানে সারা রাজ্যে ৫৫৮টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ হেলিকপ্টারে গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। আজ বিকেলে স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের অধিকর্তা জে ভি দোয়াতি, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের স্টেট প্রজেক্ট অফিসার শরৎ দাস উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে জানান, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। বন্যায় গোমতী, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, উনকোটি জেলা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের নদীগুলির জলস্তর বর্তমানে বিপদসীমার নীচে বইছে। তবে সোনামুড়ায় গোমতী নদী এখনও বিপদসীমার কাছাকাছি রয়েছে। তিনি জানান, ৫৫৮টি ত্রাণ শিবিরে প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে খাদ্য, পানীয়জল, ওষুধপত্র প্রভৃতি। গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে। আজ পর্যন্ত বন্যায় ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ২ জন আহত হয়েছেন এবং ২ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী রাস্তা, বিদ্যুৎ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গত মানুষের পাশে আছে সরকার

কপ্টারে চেপে বন্যা কবলিত দুই জেলা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার অক্লান্ত পরিশ্রম করছে এবং বন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য রাজ্য সরকারকে যা যা সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজন সেটা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

শুক্রবার গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন সকালে আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে একটি এমআই - ১৭ হেলিকপ্টারে চেপে বন্যা কবলিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করতে গোমতী জেলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

উদয়পুরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা খিলপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও খিলপাড়া মার্কেট শেডে থাকা অস্থায়ী ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। কথা বলেন বিপন্ন মানুষজনের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি বন্যা কবলিত এলাকার পাশাপাশি ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করছেন। এর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মন্ত্রী এবং বিধায়কগণও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করছেন। আমরা সম্ভাব্য যা যা করার সবকিছু করছি। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার একটানা কাজ করে চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের ব্যাপক সহায়তা করেছে। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। বন্যার ত্রাণ এবং উদ্ধার কাজে সহায়তা সহ আমরা যা যা চেয়েছিলাম তারা আমাদের সবই দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত এনডিআরএফ টিম, হেলিকপ্টার এবং বোট মোতায়েন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বন্যা-দুর্গত মানুষের মধ্যে খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা হচ্ছে। বন্যার দরুণ বিপন্ন মানুষের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষিজমি, পরিদর্শন করলেন আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ আগস্ট।। ভয়াবহ বন্যায় কৃষি প্রধান কেন্দ্র বলে পরিচিত মোহনপুর, মলয়া ও গঙ্গানগর ধানের জমি এখনো জলের তলায়। তিন শতাধিক কৃষকের মাথায় হাত পড়েছে। শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত কৃষকদের সাথে নিয়ে সরোজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত ধানের জমি গুলি খতিয়ে দেখলেন কমলপুর দুর্গা চৌমুহনী কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সহযোগিতায় ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানী ড: তন্ময় ভৌমিক, কৃষি বিজ্ঞানী ড: রবীন দেববর্মা, সেক্টর অফিসার প্রীতম সাহা, সভাপতি এফপিও দুর্গা চৌমুহনী পিন্টু শর্মা, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস পাল সহ অন্যান্যরা।

এবার ধলাই নদীর বন্যায় কৃষি ক্ষেত্রে আমন ধানের প্রচন্ড ক্ষতি হয়েছে। ধানের চারা রোপণ করার ৭/৮ দিনের মধ্যে বন্যা হওয়ার ফলে আমন ধানের চারা গুলি জলের নিচে থাকায় পচে যায়। মোহনপুর, মলয়া ও গঙ্গানগর ধানের জমি এখনো জলের তলায়। গঙ্গানগর গ্রামের কৃষক আব্দুল সালাম জানান, উনার ৮ কানি আজ ৭/৮ দিন যাবত জলের তলায় আছে।

তিনি ৮ কানি জমিতে আমন ধানের চারা রোপণ করে ছিলেন। ধানের চারা গুলি পচে শেষ হয়ে যাবে। কি খাবে, কিভাবে চলবেন এই নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। উনার মতো তিন গ্রাম মিলিয়ে প্রায় তিন শতাধিক কৃষক আছেন তাদের ধান নষ্ট হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানী তন্ময় ভৌমিক জানান, কয়েক দিন আগে বন্যায় কৃষক বন্ধুদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এখানে পরিদর্শনে এসে কৃষকদের দুর্দশা দেখে খুব দুঃখ হয়।

রাজ্যজুড়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি, কৃষকদের মাথায় হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, কৈলাসহর, কুমারঘাট, ২৩ আগস্ট।। কাকড়ি নদীর পাড়ে প্রায় ৩০০ কানি জমি রয়েছে। এই জমিতে শহরের অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হয়। এই ধানের উপর ভিত্তি করে ধর্মনগর শহর এগিয়ে যায়। অধিকাংশ এখানে বর্গা চাষী। প্রায় ২০০ থেকে আড়াইশো কৃষক এই জমিতে চাষ করে বছর চলে। প্রত্যেক কানি জমিতে ১০ থেকে ১২০০০ টাকা খরচ হয়। সবাই তাকিয়ে থাকে কবে উৎপন্ন ফসল আসবে ঘরে।

কৃষকরা তাদের সর্বস্ব দিয়ে এই চাষে উদ্যোগী হয়। কিন্তু এবারকার চার দিনের বন্যা কৃষকদের মধ্যে হাহাকার ফেলে দিয়েছে। চারদিন পর জল নামলেও সব আমন ধান নষ্ট করে দিয়েছে। এক দুইজন রয়েছে তাদের যে চারা রয়েছে তা দিয়ে দুই কানি জমি চাষ করা যাবে। বাকি জমি চাষের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে সরকারের উপর।

যদি কোনো ধরনের সরকারি সাহায্য না আসে তবে এই কৃষকরা বিশেষ করে বর্গা চাষিরা সম্পূর্ণ বছর না খেয়ে মারা যাবে অথবা আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে। একমাত্র সরকারি সাহায্য তাদেরকে পুনরায় ধান চাষ করতে অথবা নিজের পেট চালাতে সাহায্য করবে বলে বর্গা চাষীদের মন্তব্য। আমাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধ্বংসস্তুপ। প্রায় ৩০০ কানি জায়গা জুড়ে নষ্ট ফসলের পড়ে আছে। জল কমল ও ফসল সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষকরা বিশাল বিপদের সম্মুখীন।

এদিকে, ভয়াবহ বন্যায় ত্রিপুরায় দুর্বিসহ অবস্থা মানুষের। কৃষি ক্ষেত্রেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার জলের তলায় সব্জি থেকে ধান সবকিছু। মাথায় হাত কৃষকদের। সরকারী সহায়তার দাবী তুলছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। হঠাৎই রুদ্ররূপ দেখালো প্রকৃতি। ত্রিপুরার দিকে দিকে এখন শুধু দুর্গতদের আর্তনাদ। ভাদ্র মাসের অকাল বন্যায় ত্রিপুরার একাধিক জেলায় সর্বশান্ত বহু মানুষ। বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বাড়ীঘর থেকে কৃষিজমি সবকিছুই।রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের সাথে ঊনকোটি জেলাতেও বন্যার তাণ্ডবে ঘরছাড়া অনেক মানুষ। ভয়াবহ প্লাবনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালোবাজারী হলেই কঠোর ব্যবস্থা ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা যাবে না। অত্যাবশকীয় সামগ্রীর কালোবাজারী হলেই কঠোর আইনী ব্যবস্থা নেবে খাদ্য দপ্তর।আজ সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে কালোবাজারিদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে এমনটাই বললেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, কালোবাজারী রুখতে প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকিং করা হবে।নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে যারাই যুক্ত থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার।

রাজ্যে জ্বালানীর কোন সংকট নেই

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে বিদ্যমান ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য সহ পেট্রোপণ্য, এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ যাতে স্বাভাবিক থাকে সে বিষয়ে খাদ্য দপ্তর আগাম উদ্যোগ নিয়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিত্য সামগ্রী জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি করার প্রয়াস করবেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় যথেষ্ট পরিমান খাদ্যসামগ্রী মজুত রয়েছে। নায্য মূল্যের দোকান থেকে শুরু করে খোলা বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণের খাদ্য সামগ্রী মজুত রয়েছে। রাজ্যে কোনো ধরণের মূল্যবৃদ্ধির কৃত্রিম সংকট তৈরি না করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।তাঁর কথায়, রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের কোন সংকট নেই। অযথা বিভ্রান্ত হবার কোন কারণ নেই। আগামী ৯ দিনের জ্বালানী মজুত রয়েছে।

তিনি কালোবাজারি ব্যবসায়ীদের প্রতি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, তারা সাধারণ মানুষের সাথে কোনরকম সমস্যার সৃষ্টি না করেন এবং সাধারণ মানুষরা যেন হয়রানির শিকার না হয়। খাদ্যমন্ত্রী এদিন কালোবাজারি ও মজুদদারদের প্রতি তীব্র হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন কোথাও কোনরূপ কৃত্রিম সংকট তৈরি করা যাবে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত থাকবেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে খাদ্য দপ্তর।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে মজুদদাররা যাতে কোনভাবেই কৃত্রিম সংকট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় এনইসি-র বৈঠক স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। আগরতলায় আগামী ৩০ ও ৩১ আগস্ট হতে যাওয়া উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের(এনইসি)-র বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ এনইসি-র এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তা একথা জানানো হয়েছে।

বার্তায় জানানো হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত আগরতলা হতে হাওয়া উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের(এনইসি)-র বৈঠক স্থগিত আপাতত স্থগিত করা হল। শীঘ্রই বৈঠকের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে।

ধারণা করা হচ্ছে, ত্রিপুরায় উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে এনইসি-র বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উদ্ধার কার্য গিয়ে প্রাণ হারালো যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধার কার্য করতে গিয়ে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম চিরঞ্জিত দে। ঘটনা আগরতলা ইন্দ্রনগর এলাকায়। বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধার কার্য চালাতে গিয়ে সঞ্জয় দে(৩০) নামে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। জানা গেছে আগরতলা ইন্দ্রনগর বন্যা কবলিত এলাকায় স্থানীয় মানুষদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি কাউন্সিলরের হাতে আক্রান্ত অফিস সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। রাধানগর এলাকার ১২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শান্তনা সাহার হাতে আক্রান্ত ৬ আগরতলা মন্ডলের অফিস সেক্রেটারি পায়েল দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্দুমার কান্ড সৃষ্টি হয় রাধানগর এলাকায়।

ঘটনার বিচার না পেলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন অফিস সেক্রেটারি পায়েল দাস। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রাধানগর আবাসনস্থিত এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যায় পরিদর্শনে যান ১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সান্তনা সাহা।

সেখানে গিয়ে বিজেপির দলীয় কর্মীদের উপর তিনি চড়াও হন। অকথ্য ভাষায় তাদের গালিগালাজ করেন এবং শারীরিকভাবে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। তারপরেই অফিস সেক্রেটারি পায়েল দাসের উপর চড়াও হয়ে তাকে মারধর করেন তার মোবাইল ভেঙে দেন, এমনকি তার গলায় থাকা চেইন ও ছিঁড়ে ফেলেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পরেই সেখান থেকে পালিয়ে যান কাউন্সিলর।

এখানে উপস্থিত অন্যান্য স্থানীয়দের দাবি, কাউন্সিলর সান্তনা সাহা দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় দলের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন অপকর্মে যুক্ত হচ্ছেন। বাঁকা পথে রুজি অব্যাহত রয়েছে তার। এলাকার বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তিনি প্রতিনিয়ত খারাপ ব্যবহার করেন। কাউন্সিলর সান্তনা সাহার শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি আক্রান্ত অফিস সেক্রেটারি পায়েল জানিয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সে বিচার না পায় তবে সে আত্মহত্যা করবে। এখন দেখার দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্বরা কি ব্যবস্থা গ্রহন করে।

নিগমের জল নিকাশি ব্যবস্থা খুবই উন্নতমানের যা অতীতে কখনও ছিল না ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। নিগমের জল নিকাশি ব্যবস্থা খুবই উন্নত। যা অতীতে কখনও ছিল না। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন তিনি বলেন, গত দুদিন হাওড়া নদীর জল স্তর বিপদ সীমার উপর থাকার কারনে আগরতলা শহর জলমগ্ন হয়ে পরে। পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটা স্বাভাবিক। রাস্তাঘাট থেকে জল নেমে গেছে। বন্যা পরিস্থিতিতে পুর নিগমের কর্মীরা দিনরাত কাজ করে গিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ড্রেন নির্মাণের দাবিতে কাউন্সিলরকে ঘেরাও এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। এলাকায় ড্রেন নির্মাণের দাবিতে বিজেপি কাউন্সিলর সুখময় সাহাকে ঘিরে ধরলেন এলাকাবাসীরা। ঘটনা শুক্রবার চন্দ্রপুর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রবল বর্ষণের জেরে গোটা আগরতলা শহর বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে। পাশাপশি জলমগ্ন হয় চন্দ্রপুরের বিভিন্ন এলাকা। স্থানীয়দের দাবি, এলাকার জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থা এবং ড্রেনের সুবন্দোবস্ত না থাকায় এলাকার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। তাই এদিন ড্রেন নির্মাণের দাবিতে কাউন্সিলর সুখময় সাহাকে ঘিরে ধরেন এলাকাবাসী। এলাকার সমস্যাগুলি অবিলম্বে সমাধানের দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। যদিও ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস পেয়ে কাউন্সিলরকে ঘেরাও মুক্ত করা হয়।

বিপর্যয়ের মধ্যেও সন্তানের জন্ম দিলো মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। ঝড় বৃষ্টি এবং বন্যা পরিস্থিতিতেও স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিনিয়ত দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করছেন। গতকাল (২২ আগস্ট, ২০২৪) সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দলপতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে খবর আসে রতননগর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এলাকার থামনি পাড়ার প্রত্যন্ত এলাকার ২০ বছর বয়স্ক এক গর্ভবতী মহিলা প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের এলাকাটি ছিল খুবই দুর্গম। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধ্বস ও বন্যা পরিস্থিতিতে

গর্ভবতী-মাকে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে আনতে পারছিলেন না।

এই খবরের ভিত্তিতে দলপতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক দ্রুত একটি মেডিকেল টিম গঠিত করে গর্ভবতী মহিলার বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই এলাকায় পৌঁছতে গেলে তুইচাকমা থেকে প্রায় আট কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে হয়। কারণ, এই দূরবর্তী স্থানে বৃষ্টিপাত ও ভূমিধ্বস জনিত পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার সুবিধা ছিল না। তাই দলপতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ অজিত ত্রিপুরা-র নেতৃত্বে গঠিত মেডিকেল টিমটি পায়ে হেঁটেই গর্ভবতী মহিলার বাড়ির দিকে রওনা দেন। তারপর ভারী বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল পথে পায়ে হেঁটে অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে মেডিকেল টিম শেষ পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলার বাড়িতে গিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য ভিন্ন ড্রেস কোড নির্ধারন

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট।। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য ড্রেস কোড নির্ধারণ করল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমাবর্তনের সময় অনুশীলনের বিষয় হিসাবে কালো পোশাক এবং টুপি ব্যবহার করছে। এই পোশাক ইউরোপের মধ্যযুগে উদ্ভূত হয়েছিল এবং ব্রিটিশরা তাদের সমস্ত উপনিবেশে এটি চালু করেছিল।কিন্তু বর্তমানে এটি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এইমস/ আইএনআই সহ মন্ত্রকের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটগুলি তাদের ইনস্টিটিউটের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত ভারতীয় ড্রেস কোড ডিজাইন করবে। ইনস্টিটিউশনটি যেখানে অবস্থিত সেই রাজ্যের স্থানীয় ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে এই ড্রেস কোড নির্বাচন করা হবে।

জাগরণ আগরতলা ২৪ আগস্ট ২০২৪ ইং
৭ ভাদ্র, শনিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কাজি নয়, অফিসার

ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায় আইনী নানা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিলেও মুসলিম মহিলারা এখনো বিভিন্ন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। তিন তালাক প্রথা তাহাদের জীবনে সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া উত্তরাখণ্ড সরকার মুসলিম পার্সোনাল লো বোর্ডের বিভিন্ন আইনের ধারা নিষিদ্ধ করিবার চিন্তা ধারা শুরু করিয়াছে। একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অসম সরকার অভিন্ন দেওয়া নিবি চালু করিবার প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হইয়াছে উত্তরাখণ্ডে। হিমন্ত বিশ্বশর্মার রাজ্য অসম ক্রমেই সেদিকে অগ্রসর হইতেছে। রাজ্যের বিজেপি সরকারের নয়া বিলে বলা হইয়াছে মুসলিমদের বিবাহ আর কাজি বা মৌলবি দিয়ে করানো যাইবে না। বিয়ের নিবন্ধকরণ করিতে হইবে সাব-রেজিস্ট্রারকে দিয়া। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করিবার পাশাপাশি মুসলিম পারসোনাল ল বা ব্যক্তিগত আইনের কিছু বিধান বাতিল করা হইয়াছে বিলে। নতুন বিল মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বিল সম্পর্কে জানাইয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে সংখ্যালঘুদের বিয়ের নিবন্ধিকরণের দায়িত্ব কাজির হাত থেকে সরাইয়ায়ে সাব-রেজিস্ট্রারের হাতে দেওয়া হইয়াছে। ১৮ বছরের কম বয়সিদের আর বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যাইবে না। সংখ্যালঘুদের বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে মেয়েদের ১৮ ও ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ হইতে

হইবে।চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে অসম সরকার সংখ্যালঘু বিবাহ ও বিচ্ছেদ নথিভুক্তকরণ আইন ১৯৩৫ বাতিল করিয়াছে। তাহার পরিবর্তে আসিয়াছে নয়া বিল। বিরোধীদের দাবি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করিবার লক্ষ্যেই অসমের বিজেপি সরকার এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। উল্লেখ্য সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে কাজী দিয়া বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া সংখ্যালঘুরা পার্সোনাল ল বোর্ড সক্রিয় রাখিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। এই পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধন হইলে পরবর্তী সময়ে তাহাদের রীতিনীতি অনুযায়ী তিন তালাক প্রথা বৈধ বলিয়ায় বিবেচিত হইবে। সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে এই তিন তালাক প্রথা এখনো কার্যকর থাকিবার ফলশ্রুতিতে তাহাদের মধ্যে অতি সহজেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। ফলে সামাজিক নানা জটিল সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে সংখ্যালঘু মুসলিম মহিলারা তাহাদের অধিকার হারাইয়া অসহায় হইয়া পড়ে। নারীদের অধিকার সুরক্ষিত পরিবার তাগিদেই উত্তরাখণ্ডের পর অসমে মুসলিম পার্সোনাল লো বোর্ডের রীতিনীতি পরিবর্তন করিয়া কাজির পরিবর্তে বিবাহ নিবন্ধন করতে সরকারি অফিসার বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। সিদ্ধান্তের ফলে সংখ্যালঘু মসজিদের মহিলারা তাহাদের অধিকার সুরক্ষিত করিবার সুযোগ পাইবে। আপাত দৃষ্টিতে মুসলিম পার্সোনাল লো বোর্ডের অধিকার ক্ষুন্ন হইতেছে বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবে এই প্রক্রিয়া সংখ্যালঘু মুসলিম মহিলাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে বলিয়া মনে করিতেছে বিভিন্ন মহল। উত্তরাখণ্ড ও অসম সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপকে বিভিন্ন মহোদয় দেশ স্বাগত জানানো হইয়াছে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সোমবার কম ছুটবে মেট্রো, সংখ্যা কমলেও সময় অপরিবর্তিত

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে আগামী সোমবার, ২৬ আগস্ট কম ছুটবে কলকাতা মেট্রো। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫৪টি মেট্রো কম চলবে সোমবার। এছাড়াও, হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ লাইনেও ওই দিন মেট্রোর সংখ্যা কম করা হয়েছে। কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে আপ-ডাউন মিলিয়ে ২৩৪টি মেট্রো চালানো হবে। তবে মেট্রোর সংখ্যা কমলেও প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ওই দিন দমদম থেকে কবি সুভাষগামী এবং কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে। দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বরের প্রথম মেট্রো ছাড়বে ৬টা ৫৫ মিনিটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত সাড়ে ৯টায়। দমদমের শেষ মেট্রো ছাড়বে ৯টা ৪০ মিনিটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষগামী শেষ মেট্রো ৯টা ২৮ মিনিটে এবং দমদম থেকে কবি সুভাষের শেষ মেট্রো ৯টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে। কবি সুভাষ এবং দমদমের মধ্যে রাতের বিশেষ মেট্রো চলবে ১০টা ৪০ মিনিটে।শিয়ালদহ-সেক্টর ফাইভ লাইনে সোমবার আপ-ডাউন মিলিয়ে ৯০টি মেট্রো ওই লাইনে চলবে। এ ক্ষেত্রেও প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত লাইনে সোমবার আপ-ডাউন মিলিয়ে ১২২টি মেট্রো চালানো হবে। প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এ ক্ষেত্রেও।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সোমবার কম ছুটবে মেট্রো, সংখ্যা কমলেও সময় অপরিবর্তিত

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে আগামী সোমবার, ২৬ আগস্ট কম ছুটবে কলকাতা মেট্রো। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫৪টি মেট্রো কম চলবে সোমবার। এছাড়াও, হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ লাইনেও ওই দিন মেট্রোর সংখ্যা কম করা হয়েছে। কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে আপ-ডাউন মিলিয়ে ২৩৪টি মেট্রো চালানো হবে। তবে মেট্রোর সংখ্যা কমলেও প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ওই দিন দমদম থেকে কবি সুভাষগামী এবং কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে। দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বরের প্রথম মেট্রো ছাড়বে ৬টা ৫৫ মিনিটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত সাড়ে ৯টায়। দমদমের শেষ মেট্রো ছাড়বে ৯টা ৪০ মিনিটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষগামী শেষ মেট্রো ৯টা ২৮ মিনিটে এবং দমদম থেকে কবি সুভাষের শেষ মেট্রো ৯টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে। কবি সুভাষ এবং দমদমের মধ্যে রাতের বিশেষ মেট্রো চলবে ১০টা ৪০ মিনিটে।শিয়ালদহ-সেক্টর ফাইভ লাইনে সোমবার আপ-ডাউন মিলিয়ে ৯০টি মেট্রো ওই লাইনে চলবে। এ ক্ষেত্রেও প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত লাইনে সোমবার আপ-ডাউন মিলিয়ে ১২২টি মেট্রো চালানো হবে। প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এ ক্ষেত্রেও।

কেমন ছিল রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের সম্পর্ক

দেবরঞ্জন তরফদার

বর্তমানের এই এই পোড়া খন্ড বঙ্গভূমিতে উনিশ শতকে যে কয়েকজন মহান পুরুষের আবির্ভাবে তৎকালীন পরাধীন অখণ্ড বঙ্গভূমি ধন্য হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম দু'জন ক্ষণজন্মা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। এই দু'জন মহাপুরুষ সমগ্র পৃথিবীতে দু'ভাবে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন। একজন হিলেন মাহিত্যে নোবেল বিজয়ী জগদ্বিখ্যাত কবি, অপর জন ছিলেন আন্তজাতিক ধর্মসভার ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তিব প্রতিভূ বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। এখন এই দু'জন পরস্পর প্রতিবেশী ও সমসাময়িক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল কিনা, সে বিষয়ে একট বস্তুতালাশ নেওয়াই হল এই প্রবদের আলোচা বিষয়।

এই দু'জন বড় বড় বড় মানুষের ছোট ছোট। সম্পর্ক নিয়ে পাঠকের মধ্যে আজও কৌতূহলের শেষ নেই। ঠাকুর ও দত্ত পরিবারের এই দু'জনেরই বাস উত্তর কলকাতার ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে তবুও দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক কী ছিল বা দু'জনের মধ্যে আদৌ কখনো সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিনা তা নিয়ে ভক্ত জনের মধ্যে আজও ঘুরে ফিরে নানা প্রশ্ন জাগে। যদিও প্রায় সকলেই জানেন কবির দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের বড় ছেলে হিপেন্দ্রনাথ ছিলেন নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী সহপাঠী এবং সেই সূত্রে বাল্য বয়সে তিনি যে ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত করাতেন তেমন ধরা যেতেই পারে। তবে এ বিষয়ে ১৯০২ সালে নবেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকা পর্যন্ত উভয়ের কোনো লেখা বা স্মৃতিচারণায় এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন তখন প্রতিষ্ঠিত লেখক। তবে বিবেকানন্দের "পরিব্রাজক" গ্রন্থের সেই সময়কার একটি লেখায় কণির উদ্দেশে তির্যক মন্তব্য লিখেছেন, 'ওই যে একদল দেশে উঠেছে মেয়েমানুষের মর বেশভূষা। নবম নরম বুলি কাটেন, এঁকে। বেঁকে

চলেন, কারুর উপর চোখ রেখে কথা কইতে পরেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের করিতা লেখেন। আর বিরহের জালায় 'হাসান-হোসেন' করেন।' :

পরবর্তীকালে ভক্ত গবেষক শংকরীপ্রসাদ বসু ও রবীন্দ্র অনুরাগী গবেন গবেষক অমিতাভ চৌধুরী এঁদের দু'জনের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে অনেক খোঁজ খবর করেছেন। তবে এর আরও লেখালেখির মধ্যে এ বিষয়ে পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটে স্বামীজির পৈতৃক বাড়ির পুজোর দালানে একটি রাজ

বিদ্যালয় ছিল। তাঁর কাকা তারকনাথ ছিলেন খোদ ঠাকুরবাড়ির উকিল। সহপাঠী দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াতের সূত্রে স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে খুব স্নেহ করতেন। এই সময়ে মহর্ষির কাছে বারে বারে যাওয়া আসার সূত্রে নরেন্দ্রনাথের মনে গভীর আধ্যাত্মিক সংকটের সৃষ্টি হয় বলে তাঁর জীবনীকার প্রমথ বসু উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণে জান্য যায়, নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসমাজে নামও লিখিয়েছিলেন। এ বিষয়ে স্বয়ং অবনীন্দ্র- নাথ উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত "যুগনায়ক বিবেকানন্দ" বইটিতে মহর্ষির সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বহুবার সাক্ষাতের ইঙ্গিত রয়েছে।

আবার গায়ক নরেন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষ অভ্যস্ত এবং নিয়মিত গাইতেন তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। "সংগীত করাতরু" নামে যে গানের বইয়ের সংকলন তিনি করেন সেখানেও কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের গান রয়েছে, যেগুলি নদেন মাঝে মাঝে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গেয়ে শোনাতেন।

আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করার মতো। ঋষি রাজনারায়ণ বস্তুর-কন্যা লীলাবতীর বিবাহে সংগীত পরিবেশনা। মহর্ষির অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ লীলাবতীর বিবাহসভার জন্য দুটি গান রচনা করেন (১৮৮১)। তার একটি হলো দুটি হাদয়ের নদী একত্র মিলিল যাদি বল দেখ। কার পানে ছুটিয়া যায়। তখনকার খ্যাতিমান গায়ক নরেন্দ্রনাথ সেই সংগীতে অংস্থাহণ করেন। সবচেয়ে যা আশ্চর্য তথা, রবীন্দ্রনাথ নিজেই গায়কদের গান শিখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়

নরেন্দ্রনাথের প্রিয় রবীন্দ্র সংগীতের একটি তালিকা দিয়েছেন। যেমন- গগনের খালে রবি- চন্দ্র-দীপক জ্বলে, "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা","মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত্তা"। তিনি এই গানগুলি বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়িতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ১৪ জুলাই শোনান। কিন্তু সেখানে উভয়ের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা তা কুয়াশাচ্ছন্ন রয়ে রয়ে গিয়েছে। শংকরীপ্রসাদ বসুর উদ্ধৃতি অনুযায়ী ক্ষিতিমোহন এ সেন

নিজে কাশীতে স্বামীজিণ অকষ্টে রবীন্দ্রনাথের "সমী, আমার দুয়ারে কেন আসিলে নিশিভোরে যোগী ভিখারী" গানটি শুনেছেন।

আবার বিশ্ববিজয় করে বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরলে ১৮৯৭-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার রাজবাজীতে যে সংবর্ধনা সভা হয়েছিল তার যে রিগের্ট ৩ মার্চ, ১৮৯৭-এ সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল সেখানে কিন্তু কবির নাম নেই। নাম।

আছে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঠাকুর ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। আরও সাক্ষাতের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এবার সাক্ষী সিস্টার নিবেদিতা।

তাঁর বাড়িতে ঘরোয়া চা-সাভায় (২৭ আনুয়ারি, ১৮৯৯) রবীন্দ্রনাথ তিনটি স্বরচিত গান গেয়েছিলেন এবং সেই সভায় বিবেকানন্দও গান গেরেছিলেন। এ বিষয়ে ভক্ত- গবেষক শংকরীপ্রসাদ বসুর মতে ওই সভায় রবীন্দ্রনাথ গীত গানটি ছিল "বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। শূন্য দাটে একা আমি, পার করে দলঙ খেয়ার নেযে।" তবে বিবেকানন্দ এই সভায় কোন গনটি করেছিলেন তার কোনো উল্লেখ নেই। আবার ওই ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিওডকে লেখা নিবেদিতার একটি পত্রে জানা যায়, মাঘোৎসবে কোনো এক সংগীতসভায় রবীন্দ্রনাথ ও বি বিবেকানন্দ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দুটি গান গেয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এখানে কোনো বাক্যালাপের উল্লেখ নেই। নিবেদিতাও এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- "Only thare cloud I could not to whatÚ" অর্থাৎ বার, মায়োৎসবে। এখানেও সেই "মেস"। তবে শঙ্করীপ্রসাদ নিবেদিতার পত্র থেকে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও কঠোর মনোভাবের উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি গতে নিবেদিতাকে লিখেছেন "এমনকি সাধারণভাবে ঠাকুরবাড়ির প্রভাব বাংলাদেশের গন্ধে ক্ষতিকর হয়েছে, এই পরিবার ইন্দ্রির রসের বিষ বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দিয়েছে।" সেখানে তিনি জ্বলে উঠে আরও বলেছিলেন আমার জীবনেদেশ্য- রামকৃষ্ণ নায় বেদান্ত নন- আর কিছু নয়- শুধু জনগণের মধ্যে পৌরুষ আনা। আবার, ১৯০২ সালে ৪ জুলাই বিবেকানন্দের আকস্মিক প্রয়াণের পর তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো বিবৃতি সংবাদপত্রে দেখা যায়নি। এও ঠিক ১৯১৩-তে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত কথায় কথায় কবির কোনো ভাষণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত না। তবে

স্বামীজির দেহাবসানের পর ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলে যে শোকসভা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। যদিও সেই সভায় তাঁর ভাষণের কোনো বিস্তারিত ভাসগের কোনো বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় য় না। লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রসৃষ্টির মধ্যে বিবেকানন্দের প্রতিফলন তাঁর জীবিত থাকাকালীন ও মৃত্যুর পর বহু জায়গায় লক্ষ্য করা গেলেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিবেকানন্দ নীরব বা উদাসীন থেকেছেন। তবে তৎকালীন বিখ্যাত জাপানি কবি ওকাকুরা ভারতবর্ষকে বুঝতে যখন বিবেকানন্দের কাছে যান তখন তিনি ওকাকুরকে বলেছিলেন- "এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ। আপনি রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। তিনি এখনও জীবানের মধ্যে আছেন।" এই বস্তুলের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভা ও তাঁর সৃষ্টিকর্মকে বিবেকানন্দের সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অপর দিকে একাকুরা রবীন্দ্রনাথের কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি নি বলেন বলেন" it you want to in koue India– study Vivekanands Tervis is everything possitive– nothing negative'. এছাড়া এমাতা বিবেকানন্দের ম বিবেকানন্দের মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৩০ সালের ১৫ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন- অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত। কিন্তু যেন সে অতীত নয়, এমন যাবহার করা অসঙ্গত। বেলুড়মঠে শুনেছি, বিবেকানন্দের ছবির সমনে রোজ অঙ্গুরি তামাকের ভোগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ এতদিন রবীন্দ্রচিত্তে তার বিবেকানন্দের সশ্রদ্ধ অমলিন উপস্থিতি। কিন্তু এত এ সব সাক্ষ্যসবুদ জোগাড় করেও এই দু'জন খ্যাতিমান সমকালীন পড়শির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কোনো প্রত্যায়িত ছবি তুলে ধরা গেল কি? অবে এটুকু বোঝা গেল, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল। আপাতত উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনুসন্ধানীদের এইটুকুরেই সন্তুষ্ট থালা ছাড়া উপায় নেই। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

মানব শিকার আধুনিক পৃথিবীর নয়া দাস ব্যবসা

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

এখনও চলেছে দাস ব্যবসা। এ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ এখন এই দাসত্বের শিকার। গরিব দেশগুলি থেকে স্বচ্ছলতার স্বপ্নে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে জড়িয়ে পড়ছে মানব পাচার চক্রের জালে। জীবন বাঁধা পড়ছে শ্রম দাসত্বের মধ্যে। আগের মতো এখন আফ্রিকা থেকে মানুষ বোঝাই জাহাজ আটলান্টিকে ভাসে না, কিন্তু রাতের অন্ধকারে সাগরের ঢেউ ভেঙে সস্তার শ্রমিকে বোঝাই নৌকা ভেসে যায়। ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইতালীর বন্দরে, লোহিত সাগর ধরে আরব উপকূলে। মানুষ ভরা নৌকা ভাসে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে। নতুন শতকে পৃথিবীর নানা ঘাটে মাথা চাড়া দিয়েছে মানুষের শ্রমবাজার। মানব বাণিজ্যের এ এক নতুন চেহারা। লুকিয়ে চলছে তারুণ্যে ভরা মানব পণ্যের পাইকারী হাট। মানব শিকারের পিছনে আছে বিভিন্ন দেশের দালাল চক্র। প্রলোভন দেখিয়ে ভিসা দিয়ে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। ভিসা পাওয়া দেশ থেকে গোপনে অন্যদেশে পাঠানোর পর শুরু হয় পাচারের আর এক পর্ব। ভিসা কখনও হয় ভ্রমণ ভিসা, কখনও ওয়ার্কিং ভিসা। মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা নিয়ে অবৈধ ভাবে অন্য দেশে যেতে বাধ্য করা হয়। ভিসা পাওয়া দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠানোর পর শুরু হয় ব্লাক মেইলিং। ফোনের পরিবারের কান্নার আকুতি শুনিয়ে চেষ্টা করা হয় মনোবল নষ্ট করার। শুরু হয় নতুন বন্দি দশা। দাসত্বের বন্দি জীবন থেকে ঋণবন্দি জীবন। বিপন্ন হয়ে পড়ে তাঁদের অস্তিত্ব।

মানবপাচারের মূল সংগঠকরা বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে তাদের এই অমানবিক ব্যবসা চালায়। শ্রমিকদের পাঠানো হয় বিভিন্ন রুটের বিমান পথে। ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে নিয়ে যেতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় উত্তর আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগরের দেশগুলি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপসাগর পেরিয়ে যেতে হয় অন্য দেশে। নৌযানগুলি বোট অথবা বড় নৌকার। ভিড়ে ঠাসা এইসব যান মৃত্যুর তরণী হয়ে দাঁড়ায়। কখনও নৌকো উল্টে সাগরে তলিয়ে যায়। হারিয়ে যায় দেশে রেখে আসা সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন। ২০১৯ এর ১৯ মের ঘটনা আমাদের অনেকেরই মনে আছে। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ৮০ জন তাজা প্রাণের সলিল সমাধি হয়েছিল। লিবিয়া থেকে তারা চলেছিল ইতালীর ভূখণ্ডে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা ও ওয়ার্ক ফ্রি ফাউন্ডেশনের মতে পাচার হওয়া নারী ও কিশোরের সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও বেশি। অনেক সময় বিদেশের বদলে স্বদেশের কোথাও তাদের চালান করা হয়। গোয়া, মুম্বাই, গুজরাটের উপকূল। এলাকাকে কাজে লাগানো হয় মাদক পাচারে। অনেক মেয়ের ঠিকানা হয় গু যৌনপল্লীতে। শ্রম সংস্থার রিপোর্টে জানা যায় বিশ্বজুড়ে মানব শিকারের ফাঁদ পেতে শিকারীরা বছরে আয় করে ১৬০ বিলিয়নেরও বেশি ডলার। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ডলার আসে নারী পাচার ও যৌনপেশায় ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ শিকারের ফাঁদে পা দিয়ে বিদেশে তাঁরা পাচ্ছেন নিম্নমানের কাজ। আরব দেশগুলিতে বেশির ভাগ কাজ পশুপালন, উট চালানো কিংবা খেজুর বাগান তদারকীর। কখনও তাঁদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে পাথর কাটা নয়তো গাড়িতে বালি বোঝাইয়ের কাজে। আমাদের উপমহাদেশের প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে গিয়ে কাজে লাগানো হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তিতে। তাঁদের ভিসা পাসপোর্ট আটকে রেখে বন্দি জীবনের মতো করে রাখা হয় বন্ডেড লেবারের বেড়াজালে। শ্রম কারাগারের অন্ধকার থেকে তারা পালাবারও চেষ্টা করে কিন্তু পথ পায় না। তখন কপালে জোটে অকথ্য অত্যাচার। পুরানো ঘটনা লক্ষ্য করলে গা শিউরে উঠবে। ২০১৫ সালে থাইল্যান্ডের জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের গণকবর। এই ঘটনা গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়ে উঠেছিল। মালয়েশিয়ার শঙ্খলা প্রদেশের সাদাও অঞ্চলেও খোঁজ মিলেছিল মানব পাচারের ফাঁদে পড়া মানুষের কঙ্কাল। মানব শিকারের ব্যবসায় আন্তর্জাতিক দালালচক্র যেমন ফুলে ফেঁপে উঠছে। তেমন দেশীয় দালালরা তাদের ছত্রছায়ায় অঢেল টাকা রোজগার করে চলেছে পাশাপাশি নিজের দেশের স্বপ্ন দেখা তরুণ মুখগুলিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রতারণার অন্ধকারে।

মানববানিজ্য এখন নতুন ক্রীতদাস ব্যবসা। এই ব্যবসার জাল ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে, সেখান থেকে তারা জড়িয়ে পড়ছে মানব শিকারের বড় আন্তর্জাতিক ফাঁদে। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি সমুদ্র শান্ত থাকার সময় চলে অবৈধ গণপাচারের জোয়ার। আমাদের উপমহাদেশ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলিতে এখনও গড়িয়ে চলেছে মানব শোষণের এই চাকা। মানব শিকারের মৃগয়া ক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার পরিসংখ্যানের বাইরে মানব পাচারের শিকারে আসা মানুষের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় না। করোনা সংকটের পরে বিশ্বের চার কোটি সত্তর লক্ষের বেশিে মানুষ এই শিকারের জালে জড়িয়ে আছে। ঐ এর বেশির ভাগটাই আমাদের অ উপমহাদেশের মানুষ। "অস্ট্রেলিয়ান দ ওয়াকফ্রি ফাউন্ডেশন" জানাচ্ছে এখন বিশ্বে বি প্রায় ৪৭ মিলিয়ন মানুষকে বাধ্যতামূলক বি শ্রমিক, যৌনকর্মী কিংবা দাসত্বের মতো কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এদের এক তৃতীয়াংশ এশিয়ার বসবাসকারী। বিশ্বজুড়ে ১৬৭টি দেশের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে সব ক"টিতেই এই দাসত্বের প্রমাণ মেলে। ১০১৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে প্রতি বছর ৩০ জুলাই "বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শোষণের পাকে আটকে থাকা মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই দিবসের লক্ষ্য। এর পর এক দশকের বেশি সময় কেটে গেলেও মানব শিকারের ঘটনা নিরন্তর ঘটে চলেছে।

১৯৫৬ সালের ২১ মার্চ রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল "কনভেনশন ফর দ্য ট্রাফিক ইন পার্সন অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন অফ প্রস্টিটিউশন অফ আদার্স শীর্ষক সম্মেলন। এখানে গৃহীত হয়েছিল "ইমমরাল ট্রাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্ট"। আইনটি মান্যতা দেওয়ার ফলে প্রতিনিধি দেশগুলি মানবপাচার প্রতিরোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ২০২১-এ ভারতীয় সংসদের উভয় কক্ষে এই আইনকে মেনে নিয়ে বিল পাস করানো হয়। মানবপাচার, বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার প্রতিহত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে দেখাশোনা এবং পুনর্বাসনের ব্যবহার হল এই বিলের উদ্দেশ্য। মানুষের সদিচ্ছা, সম্মিলিত উদ্যোগ মানব শিকারের মতো ঘৃণ্য অপরাধের বিলোপ ঘটাতে পারে। যারা শিকার হচ্ছেন তারা হয়তো সবাই দরিদ্র নন, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষরাও এইসব ফাঁদে পা বাড়াচ্ছেন। দুর্বিষহ বেকারিত্ব যখন আজকের প্রজন্মের কাছে বড় সমস্যা, তখন অর্থনৈতিক বিকাশ ও বেকারিত্ব দূর করাই বড় কথা।

পুরনো কালের মতো আজও চলেছে মানুষে ভর্তি নৌযান। ইতিহাসেই পরিচয় মেলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক-রোমান সভ্যতার বিকাশ, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই ক্রীতদাস প্রথা। যন্ত্রের বিকাশ, শিল্পের উন্নতি এবং সংস্কৃতির বিকাশকে থামিয়ে রেখেছিল এই প্রথা। তেমনি আজকের এই মানব দাসত্ব তরুণ শক্তিকে, তার বুদ্ধিবৃত্তি, মেধাকে আত্মসম্মানের শিরদাঁড়াকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। মানব শিকার এখন অপরাধের নতুন সংজ্ঞা। বিশ্বজুড়ে এ এক সংগঠিত ক্রাইম। এর থেকে বাঁচতে শুধু অর্থনীতির উন্নতি নয়, শুধু কাজের সুযোগ নয়, একই সঙ্গে মানবাধিকার, শ্রমের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে আধুনিক বিশ্বের দাসত্ববাদের লজ্জায় ঢেকে যাবে সভ্যতার গরিমা। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

23-08-24.pmd 1 24-08-2024, 01:19

শুক্রবার আগরতলা পুর নিগমে মেয়র দীপক মজুমদার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।নিজস্ব ছবি।

ফের চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আর্জি স্বাস্থ্যসচিবের

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ফের আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আর্জি জানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো হাসপাতালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এবং পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। তাই রোগীস্বার্থের কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাজে যোগদানের অনুরোধ করছি। তবে তাঁর আর্জিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা কাজে যোগ দেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম বলেন, "গত ৯ আগস্টের ঘটনা অতি দুর্ভাগ্যজনক। রাজ্য সরকার ওই ঘটনার জোরাল সমালোচনা করে। আমরা ঘটনার যথাযথ তদন্তের পক্ষে। কলকাতা হাই কোর্টের গত ১৩ আগস্টের নির্দেশ অনুযায়ী বর্তমানে ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে সিবিআই। সুপ্রিম কোর্টও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলার দিকে নজর রেখেছে।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সিআইএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের তরফে চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। 'রাত্তিরের সাথী'র মতো অ্যাপ চালু করা হয়েছে। হাসপাতালে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা, শৌচালয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রয়েছেন মহিলা নিরাপত্তারক্ষীও।"

ইতিমধ্যেই জুনিয়র চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যভবনে গিয়ে একটি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে তাঁরা হাসপাতালের অধ্যক্ষ, সুপার, অতিরিক্ত সুপার এবং চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধানকে অপসারণের দাবি জানান জুনিয়র চিকিৎসকরা।

স্বাস্থ্যসচিব জানান, তাঁদের দাবি মেনে ওই চার আধিকারিককে ইতিমধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে স্বাস্থ্যসচিব আরও বলেন, "জুনিয়র চিকিৎসকরা রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির শিরদাঁড়া। গোটা রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ক্যানসার, কার্ডিওলজি এবং নিউরোলজির মতো একাধিক চিকিৎসা বিভাগ রয়েছে।

বর্তমানে শুধুমাত্র সিনিয়র চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছেন। তার ফলে বহুক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে গরিব মানুষেরা বিপাকে পড়ছেন। তাই আমাদের অনুরোধ আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি কাজে ফিরুন।" এই প্রসঙ্গে এইমসের চিকিৎসকদের সুপ্রিম কোর্টের আর্জি মেনে ফের কাজে ফেরার কথাও জানান স্বাস্থ্যসচিব।

হরিদ্বারে গঙ্গায় মিলল অজ্ঞাপরিচয় মহিলার মৃতদেহ

হরিদ্বার, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : কোতয়ালী এলাকার ভোগপুর গ্রামের কাছে গঙ্গার নীলধারায় এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ দেখে গ্রামবাসী পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ দেহটি গঙ্গা থেকে উদ্ধার করে পাশের গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে শনাক্ত করার চেষ্টা করলেও দেহ শনাক্ত করা যায়নি। এরপর পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। শুক্রবার ভোগপুরের এক গ্রামবাসী গঙ্গার নীলধারার দিকে গিয়েছিলেন। সেই সময় গঙ্গায় এক মহিলার দেহ দেখতে পান ওই গ্রামবাসী। তিনি মাঠে কাজ করা কয়েকজন গ্রামবাসীকে বিষয়টি জানান। এরপর খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা সেখানে জড়ো হয়ে পুলিশে খবর দেয়। ভিকমপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীর সহায়তায় দেহটি গঙ্গা থেকে উদ্ধার করে। আশেপাশের গ্রামবাসীকে ঘটনাস্থলে ডেকে মহিলার দেহ শনাক্ত করার চেষ্টা করা হলেও তা শনাক্ত করা যায়নি। ভিকমপুর পুলিশ পোস্টের ইনচার্জ নরেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, গঙ্গায় পাওয়া মহিলার মৃতদেহ শনাক্ত করা যায়নি। মহিলার বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। ওই মহিলার পরিচয় জানার জন্য দেহের ছবি সব থানায় পাঠানো হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টি জাতীয় রাজধানীতে, স্বস্তির বর্ষণে রাস্তায় জল জমে ভোগান্তি

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : জাতীয় রাজধানী দিল্লি আবারও তুমুল বৃষ্টিতে ভিজলো। শুক্রবার দুপুরের পর থেকে প্রবল বৃষ্টি হয় দিল্লির আর কে পুরম, মুনির্কা, ধৌলা কুয়ান, মোতিবাগ প্রভৃতি এলাকায়। প্রবল বৃষ্টিতে দিল্লির মোতিবাগ-সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। স্বস্তির বর্ষণে রাস্তায় জল জমে ভোগান্তি বেড়েছে দিল্লিবাসীর। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় অত্যন্ত ধীর গতিতে চলাচল করেছে যানবাহন। দিল্লির গতি আচমকাই মন্থর হয়ে যায় রাজধানীতে। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ধৌলা কুয়ান ফ্লাইওভারের কাছে জল জমে যায়, রাস্তায় জমে থাকা জল থেকেই যাতায়াত করেন পথচারীরা।

যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি বসিরহাটে, নামলো ব্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় জরুরিকক্ষ। চিকিৎসক ও নার্স- সহ ১০ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় ব্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স। বাদুড়িয়ার নারকেলবেরিয়া গ্রামের বাসিন্দা বছর ৩৫ এর সামাদ মণ্ডলের হার্টের সমস্যা ছিল। অসুস্থ হয়ে পড়ায় বৃহস্পতিবার তাঁকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় তাঁর ঠিক মতো চিকিৎসা হয়নি।রোগীর পরিবারের লোকজন জানান, শুক্রবার সকালবেলা হাসপাতাল থেকে তাঁদের বাড়িতে ফোন যায়। জানানো হয় রোগীর অবস্থা খারাপ। দুপুর বারোটা নাগাদ মৃত্যু হয় সামাদের।খবর গ্রামে পৌঁছতেই মানুষজন হাসপাতালে চলে আসেন। অভিযোগ, রোগীর দেহ বাইরে বের করে নিয়ে গিয়েই মেল ওয়ার্ডে ভাঙচুর শুরু করেন। কর্তব্যরত কর্মী ও চিকিৎসকদের কয়েকজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। তুমুল গন্ডগোলের মধ্যেই জরুরিকক্ষেও ভাঙচুর শুরু করে অন্য রোগীদের আত্মীয়রা।

ইউক্রেন সফরে প্রধানমন্ত্রী; বাপুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদীর, জেলেনস্কির সঙ্গে বার্তালাপ

কিভ, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : ইউক্রেনের রাজধানী কিভ পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার কিভ পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রবাসী ভারতীয়রা। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'কিভ পৌঁছেছি। প্রবাসী ভারতীয়রা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।' পোল্যান্ড সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে পৌঁছন। সে দেশের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনেস্কির আমন্ত্রণে তাঁর এই সফর। পোল্যান্ড থেকে ১০ ঘন্টার ট্রেন যাত্রা শেষে মোদী সেখানে পৌঁছলে রেল স্টেশনেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। ইউক্রেনে তাঁর একদিনের সফরের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিভ সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর এটিই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ইউক্রেনে সফর। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এছাড়াও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করেছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী ইউক্রেনের ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ হিস্ট্রি-এ শিশুদের উপর মাল্টিমিডিয়া মার্টিরোলজিস্ট এক্সপোজিশন পরিদর্শন করেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শিশুদের স্মরণে স্থাপিত মর্মান্তিক প্রদর্শনী দেখে গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সংঘাতে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

আর জি কর-কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় রায়ের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি করের ঘটনায় ধৃত সঞ্জয় রায়কে সিবিআই হেফাজত শেষে শুক্রবার পেশ করা হয় শিয়ালদহ আদালতে। তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, সিবিআই ফের তাকে নিজেদের হেফাজতে বা জেল হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করেছিল।সেই প্রেক্ষিতে শিয়ালদহ আদালতের পক্ষ থেকে সঞ্জয় রায়ের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, মৃত চিকিতসক-পড়ুয়ার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা গেছে, তাঁর মাথা, মুখ, ঠোঁট, চোখ, ঘাড়, হাত, যৌনাঙ্গে গভীর ক্ষত রয়েছে। অর্থাৎ পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল তাঁর ওপর। শারীরিক এবং যৌন নির্যাতন করেছিল সঞ্জয় তা স্পষ্ট। ঘনিষ্ঠ মহলে সিবিআই এও দাবি করেছে, ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কোনও রকম অনুশোচনা দেখা যায়নি সঞ্জয়ের চোখে-মুখে। অনায়াসে সে সব কিছু ব্যাখ্যা করেছে।

টেট-এ প্রশ্ন ভুল মামলা: ৩ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ২০১৪ সালের পর ২০১৭ এবং ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও ভুল থাকার অভিযোগ উঠেছিল। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পরীক্ষার্থীদের একাংশ। প্রশ্নপত্র যাচাইয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে কমিটি গড়ার নির্দেশ দেয় সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। শুক্রবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।

এই মামলায় এবার তিন সদস্যের বিশেষ কমিটি গড়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের নির্দেশ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন করে বিশেষজ্ঞ এই কমিটিতে থাকবেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রশ্নপত্র খতিয়ে দেখবে, নির্দেশ এমনটাই। অর্থাৎ প্রশ্ন ভুল ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির উপর।

পুজোয় কলকাতা স্টেশন থেকে পুরী বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ভ্রমণপিপাসু বাঙালিদের জন্য পূর্বরেল ঘোষণা করল পুরী বিশেষ ট্রেন। কলকাতা স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বে।

মহালয়ার পরদিন অর্থাৎ ৩ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এই বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাত ১১:৫০ মিনিটে কলকাতা স্টেশন থেকে পুরীর উদ্দেশে রওনা দেবে এই ট্রেন। আন্দুল, খড়গপুর, বালাসোর, ভদ্রক, কটক স্টেশনে দাঁড়াবে। ট্রেনগুলির ফেরার রুটও তাই। শুক্রবার দুপুর তিনটেয় পুরী জংশন থেকে ওই ট্রেন ছাড়বে। কলকাতা স্টেশনে এসে পৌঁছবে পরের দিন।

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'যাঁরা এখনও রিজার্ভেশন পাননি। ভাবছেন পুরী যাবেন কিন্তু টিকিট পাচ্ছেন না। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনে যাত্রীরা এসি, স্লিপার-সহ জেনারেল ক্লাসের সুবিধা পাবেন। ''০৩১০১ কলকাতা-পুরী স্পেশ্যাল'' এই ট্রেনের টিকিট অনলাইন এবং পিআরএস পদ্ধতিতে কাটতে পারবেন যাত্রীরা।

রাসেল স্ট্রিটে চেতলার যুবতীর রহস্যমৃত্যু, মেলেনি নিশ্চিত সূত্র

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): বৃহস্পতিবার রাতে রাসেল স্ট্রিটের মৃত্যু হয়েছে এক যুবতীর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর নাম শিবালিকা সিং (২৫)। বাড়ি চেতলায়। পুলিশ জানিয়েছে, বহুতল থেকে পড়ে তিনি মারা গিয়েছেন। আত্মহত্যার ঘটনা বলে অনুমান পুলিশের। যদিও শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেলেনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনও সূত্র।

ওই বহুতলের কেয়ারটেকারদের দাবি, ওই যুবতীকে বিল্ডিংয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলেন তাঁরা। সন্ধে সাড়ে ৭টা নাগাদ ভারি কিছু পড়ার শব্দ পেয়ে ছুটে যান। দেখেন, ভবনের নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন শিবালিকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫/২ রাসেল স্ট্রিটে ওই বহুতলে অনেকগুলি সংস্থার অফিস রয়েছে। সেখানে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট স্কুল রয়েছে। ওই স্কুলেই প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন শিবালিকা। তরুণীর ঝাঁপ দেওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শেক্সপিয়ার সরনি থানার পুলিশ। তরুণীর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে জন্য পাঠায় তাঁরা।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তরুণীর মোবাইল এবং বহুতলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ৮ মিনিটের একটি ফুটেজে তরুণীকে বহুতলে প্রবেশ করে দেখা গিয়েছে। তারপরে, পড়ে যাওয়ার ফুটেজও সংগ্রহ করেছে।

তরুণীর মৃত্যুর কারণ খোঁজার জন্য পুলিশ তরুণীর বাড়ির লোকেদের, ওই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট স্কুল ও বহুতলের কেয়ারটেকারদের সঙ্গে কথা বলেছে।

প্রধানমন্ত্রী-জনমন মিশনের প্রচারাভিযান শুরু, চলবে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ২৩ আগষ্ট ২০২৪:সারা দেশের ১৯৪ টি জেলায় আদিম ও বিশেষভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠী (পিভিটিজি) ভুক্ত পরিবারগুলির কাছে আবাসনের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক ২৩ আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিএম জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএম-জনমন)-এর অধীনে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করেছে।

কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়েল ওরাম এবং প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকি প্রধানমন্ত্রী জন-মন-এর অন্তর্গত বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি এদিন পর্যালোচনা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী জনমন সম্পর্কিত প্রচারাভিযানের প্রস্তুতির বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৩ এর ১৫ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলা থেকে জনজাতিয় গৌরব দিবসে পিএম-জনমন মিশনের সূচনা করেছিলেন।

গত বছর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ১৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রায় ৫০০টি ব্লক এবং ১৫,০০০টি পিভিটিজি বসতিতে ১০০টি জেলায় একটি বিস্তারিত আইইসি প্রচার চালানো হয়েছিল। এই বছর, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ১৯৪টি জেলার ২৮,৭০০ পিভিটিজি বসতির ১০.৭ লক্ষ পিভিটিজি পরিবারের ৪৪.৬ লক্ষ পিভিটিজি-ভুক্ত লোকের কাছে পৌঁছানোর জন্য আরও ব্যাপক প্রচারাভিযানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য থেকে জেলা, ব্লক থেকে গ্রাম, পিভিটিজি জনবসতি স্তর পর্যন্ত সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। উল্লিখিত ১৯৪টি জেলার প্রায় ১৬,৫০০টি গ্রাম, ১৫,০০০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১০০০টি তালুককে এর আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এই প্রচারাভিযানটি পিভিটিজিভুক্ত পরিবারগুলিকে তাদের অধিকার এবং আবাসস্থল সরবরাহ করার জন্য পিএম-জনমন সম্পর্কে তথ্য প্রচারের একটি প্রচেষ্টা, যাতে এই জনজাতি সম্প্রদায়গুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্প এবং এর অধীনে সুবিধাগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে সক্ষম হয়। দূরত্ব, সড়ক পরিকাঠামোর দুর্বলতা ও ডিজিটাল সংযোগের অভাবের কারণে যেসব পিভিটিজি পরিবার সুবিধাকেন্দে পৌঁছাতে পারে না তাদের দোরগোড়ায় সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেবে এই উদ্যোগ। হাট বাজার, কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার, গ্রাম পঞ্চায়েত, অঙ্গনওয়াড়ি, মাল্টিপারপাস সেন্টার, বন্দন বিকাশ কেন্দ্র, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মতো জায়গাগুলিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এছাড়াও, এই অভিযানের সাফল্য নিশ্চিত করতে মাইভারত স্বেচ্ছাসেবক, নেহরু যুবক কেন্দ্র, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, এনএসএস, এনসিসি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী / এফপিও এবং এই জাতীয় অন্যান্য সংস্থাগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের সন্ধান করা হচ্ছে। প্রচারকালে সুবিধাভোগীদের জন্য আধার কার্ড, কমিউনিটি সার্টিফিকেট, জন ধন অ্যাকাউন্ট এবং বন অধিকার আইনের (এফআরএ) সুবিধাভোগীদের জন্য পাট্টা প্রদান করা হবে।

পি.ভি.টি.জি-ভুক্তদের তাদের ভাষায় প্রধানমন্ত্রী জনমন ইন্টারভেনশন কার্ড বিতরণ করা হবে।

এই প্রচারাভিযানে স্বাস্থ্য শিবিরের মত ব্যবস্থাও থাকবে যেখানে সিকেল সেল রোগের জন্য স্ক্রিনিং পরীক্ষা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলির তাৎক্ষণিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

স্থানীয় এবং আদিবাসী ভাষায় প্রচারপত্র, ভিডিও, সৃজনশীল, ইনফোগ্রাফিক্স ইত্যাদির মতো সচেতনতামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ও জনমনের মূল বার্তা সম্বলিত বিষয়ভিত্তিক দেওয়াল চিত্রগুলি পিভিটিজি-র আবাসস্থলগুলিকে রাখা হবে।

স্কলারশিপ, মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রকল্প, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, কিষাণ সম্মান নিধি, এসসিডি রোগীদের জন্য প্রতিবন্ধী শংসাপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা যাতে যোগ্য প্রাপক প্রাপকদের কাছে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে। সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করতে বিশেষ অধিবেশনে প্রকল্পের সুফলভোগী এবং সাফল্য অর্জনকারীরা তাঁদের সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরবেন।

এই প্রচারাভিযানকে তদারকি করতে প্রতিটি জেলার জন্য জেলা স্তরের আধিকারিকদের নিয়োগ করা হয়েছে, এবং রাজ্য স্তরের আধিকারিকরা অভিযান এবং মিশনের সাফল্য নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন লাইন বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন। নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাশাপাশি পরামর্শক এবং সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে যাতে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সমন্বয় নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও, বিভিন্ন রাজ্যের আদিবাসী গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি জেলা, ব্লক এবং আদিবাসীদের বসতি স্তরে এই কাজকর্মের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে সহায়তা করবে।

মিশনের উদ্দেশ্য

তফশিলী জনজাতিদের জন্য উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনার (ডিএপিএসটি) আওতায় ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ২৪,১০৪ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় অংশীদারিত্ব: ১৫,৩৩৬ কোটি টাকা এবং রাজ্যের অংশীদারিত্ব: ৮,৭৬৮ কোটি টাকা) বাজেট ব্যয় সহ ৯টি প্রধান সংযুক্ত মন্ত্রক/বিভাগ সম্পর্কিত ১১টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রকল্প এবং মন্ত্রক/বিভাগগুলির সাথে জড়িত আরও ১০ টি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে থাকবে আধারের নথিভুক্তি, কমিউনিটি শংসাপত্র প্রদান, পিএম-জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা, আয়ুষ্মান কার্ড, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী বন অধিকারের বকেয়া মামলার সমাধান ইত্যাদি। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় মন্থন শিবিরের সময়, মিশনের একটি বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ৭০০ জনেরও বেশি কর্মকর্তা যৌথভাবে এনিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে, পিএম-জনমনের অধীনে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য এই বছর ১৮-১৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রাজ্যগুলির জনজাতি কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব, সচিব, পরিচালক এবং আধিকারিকদের সাথে দু''দিনের মন্থন শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পিএম-জনমন কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়েও সেখানে আলোচনা হয়েছে।

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে বারুইপুরের রাজপথে নামলেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়ারা

বারুইপুর, ২৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের উপর অমানবিক অত্যাচার ও তাঁকে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হচ্ছে। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, শিল্পী, পড়ুয়া সকলেই পথে নেমেছেন প্রতিবাদে। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ জিএমআইটির ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ারা পথে নামলেন। শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ বারুইপুর পদ্মপুকুর মোড় থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেন তাঁরা। আর জি কর কান্ডে দোষীদের গ্রেফতার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবি এবং পথে ঘাটে মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে এই প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয় এদিন। এই কলেজের ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় পান্ডা বলেন, "আর জি করে যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার প্রতিবাদে আমরা গার্গী মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তরফ থেকে পথে নেমেছি। কলেজের সকল পড়ুয়ারা এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। পাশাপাশি পড়ুয়ারা নিজেদের দাবিতেও এই প্রতিবাদ মিছিলে শ্লোগান তুলেছেন। এই ধরনের নোংরা, ঘৃণ্য কাজ বন্ধ হোক।"

ছাদ ভেঙে বিপত্তি, প্রাণ হারালেন ঠিকাদার-সহ ৫ জন

ইন্দোর, ২৩ আগস্ট (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে নির্মীয়মান বহুতলের ছাদ ভেঙে প্রাণ হারালেন ৫ জন। মৃতদের মধ্যে ৪ জন শ্রমিক ও একজন ঠিকাদার। তাঁরা ছাদের নীচে ঘুমিয়ে ছিলেন, সেই সময় ছাদ ভেঙে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। জেলা শাসক আশিস সিং বলেছেন, 'ইন্দোরের চোরাল থানা

শুক্রবার বন্যায় দুর্গতদের হাতে কম্বল তুলে দিলেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত। নিজস্ব ছবি।

কাজের সন্ধান

ত্রিপুরা হাইকোর্টে টি.জে.এস. গ্রেড-থ্রি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরা হাইকোর্টে টি.জে.এস. গ্রেড-থ্রি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এল.এল.বি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ পরবর্তী সময়ে এডমিট কার্ডে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা হাই কোর্টে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিস বা, টি.জে.এস. গ্রেড-থ্রি পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - এফ.১১(১৪)-এইচসি/ ২০২৪/১৮৮২৭। প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারি লিখিত টেস্ট অর্থাৎ পি ডব্লিও ই, ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। এতে সফল হলে অর্থাং কাট-অফ-মার্কস (এসসি/ এসটি প্রার্থীদের জন্য ৫০ শতাংশ এবং অন্যদের জন্য ৬০ শতাংশ) পেলে লিখিত মূল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। মূল লিখিত পরীক্ষার পূর্ণ মান পাঁচশ'। এতেও সফল হলে অর্থাং কাট-অফ-মার্কস (এসসি/ এসটি প্রার্থীদের জন্য ৫০ শতাংশ এবং অন্যদের জন্য ৬০ শতাংশ) পেলে ইন্টারভিউ, মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাক পাবেন। ইন্টারভিউ, মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ মান একশ'। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে আগামী ২৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য ১০০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাস পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২৮ আগস্ট, বিকেল ৪টার মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, বিকেল ৪টা। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত দেখে নেবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এফ.১১ (১৪) -এইচসি/ ২০২৪/ ১৮৮২৭। তারিখ ৮ আগস্ট, ২০২৪।

শূণ্যপদগুলি হল — পদের নাম - ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিস, গ্রেড থ্রি ঃ শূন্যপদ ১৪টি। এর মধ্যে ৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ৪টি তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৭টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তবে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে, সেগুলো ডি-রিজার্ভ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। মূল মাইনে ঃ রিভাইজড স্কেল অনুসারে ৭৭,৮৪০ - ১,৩৬,৫২০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। বয়স ২৮-০৮-২০২৪ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুসারে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ৩ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পাশ হতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত পূরণের সময় সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি পড়ে নেবেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। অন্যান্য রাজ্যের তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন।

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে রেল মন্ত্রকে ৭,৯৫১ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ভারতীয় রেলে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কেমিক্যাল সুপারভাইসরপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭,৯৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা/ বিই/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিটেক/ পিজিডিসিএ ... পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩৩ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কললেটারে পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ডিপো মেটেরিয়াল সুপার, কেমিক্যাল এন্ড মেটালারজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, কেমিক্যাল এন্ড মেটালারজিক্যাল সুপারভাইজর পদে ৭,৯৫১ জন নিয়োগ হচ্ছে ভারতীয় রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে ৩ বছর এবং সংরক্ষিত বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৭,৯৫১টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ১১১৫টি, এসটি'র জন্য ৫৮৯টি, ওবিসি'র জন্য ১৭৯০টি এবং ইডব্লিউএস প্রার্থীর জন্য ৮৮২টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৫৭৫টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ২৫৬টি পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য রয়েছে ৭৯০টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং ঃ ১ ঃ পদের নাম ঃ কেমিক্যাল সুপারভাইজর/ রিসার্চ এন্ড মেটোলার্জিক্যাল সুপারভাইজর/ রিসার্চঃ শূন্যপদ ১৭টি। এর মধ্যে তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতিএবং ওবিসিভুক্ত প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিত রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত পদও রয়েছে নির্দিষ্ট সংখ্যক। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এর মধ্যে আবার রিজিওন বা জোনভিত্তিক বিভাজনও রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ হতে হবে। মূল মাইনে ৭ম সিপিসি অনুযায়ী লেভেল ৭ অনুসারে প্রাথমিক পে ৪৪,৯০০ টাকা।

ক্রমিক নং ঃ ২ ঃ পদের নাম ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ডিপো মেটেরিয়াল সুপার, কেমিক্যাল এন্ড মেটালারজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ শূন্যপদ ৭৯৩৪টি। এর মধ্যে তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি এবং ওবিসিভুক্ত প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিত রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত পদও রয়েছে নির্দিষ্ট সংখ্যক। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এর মধ্যে আবার রিজিওন বা জোনভিত্তিক বিভাজনও রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ হতে হবে। মূল মাইনে ৭ম সিপিসি অনুযায়ী লেভেল ৬ অনুসারে প্রাথমিক পে ৩৫,৪০০ টাকা।

এপ্রেন্টিস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীরা উভয় ক্ষেত্রেই আবেদনের যোগ্য। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন। সব ক'টি ক্ষেত্রেই বয়স ঃ ১৮ থেকে ৩৩ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে তা ১৮-৩৬ বছর। ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিকপ্রতিবন্ধী ও অন্যান্য সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। তবে পরীক্ষা নেওয়া হবে কম্পিউটার ভিত্তিক ২টি স্টেজে। প্রথম স্টেজে ১০০টি প্রশ্ন, এমসিকিউ প্যাটার্ণের। পূর্ণমান ১০০, সময় ৯০ মিনিট। এতে সফল হলে দ্বিতীয় স্টেজে ১৫০টি প্রশ্ন, এমসিকিউ প্যাটার্ণের। পূর্ণমান ১৫০, সময় ১২০ মিনিট।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৯ আগস্টের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং - ০৩/ ২০২৪। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এল ডি অ্যাসিস্ট্যান্ট (হাই কোর্ট, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ২৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ সি সিভিলিয়ান (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ১৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস)**
শূন্যপদ ঃ ১১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টি.জে.এস, গ্রেড থ্রি (ত্রিপুরা হাইকোর্ট)**
শূন্যপদ ঃ ১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন্-এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কেমিক্যাল সুপারভাইসর (ভারতীয় রেলওয়ে),**
শূন্যপদ ঃ ৭,৯৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা/ বিই/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিটেক/ পিজিডিসিএ ... পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৩৩ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কললেটারে পরে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ-ইয়ার্ড)**
শূন্যপদ ঃ ২০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৫৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (বহিঃরাজ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে স্থান ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ব্যাঙ্ক ক্লার্ক (বহিঃরাজ্য, সমবায় ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ৯৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস (ভারতীয় রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৩১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে দরখাস্ত, পরীক্ষা ছাড়াই কর্পোরেট সেক্টরে ৯১৭ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন কর্পোরেট সেক্টরে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে কয়েক হাজার হলেও এন.এল.সি লিমিটেডে দুটি পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে মোট ৯১৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত সকলেই আবেদন করতে পারেন। অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর। মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। এন.এল.সি-এর ক্ষেত্রে বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা যে-কোনও একটির ট্রেডের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্যান্য কর্পোরেট সেক্টরের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের কম যোগ্যতার ডিসিপ্লিনে বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন কর্পোরেট সেক্টরের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। আবেদন করার কৌশল বা পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে ফোনে যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারটেকিং এধরনের কর্পোরেট সেক্টরে ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। পরবর্তী সময়ে ওই সমস্ত কর্পোরেট সেক্টরে চাকরির ক্ষেত্রে এপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট অর্জনকারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। আর.সি.এফ-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৪-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৬ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এন.এল.সি / এল এন্ড ডিসি. ০১বি/ ২০২৪। তারিখ ২০ আগস্ট, ২০২৪। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক টু-এ ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ঃ শূন্যপদের সংখ্যা ১৯৭টি। যোগ্যতা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ। ক্রমিক টু-বি ঃ নন্-ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ঃ শূন্যপদের সংখ্যা ১৫৫টি। যোগ্যতা যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ। ক্রমিক টু-সি ঃ টেকনেশিয়ান (ডিপ্লোমা) এপ্রেন্টিস ঃ শূন্যপদের সংখ্যা ১৫৩টি। যোগ্যতা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পাশ।

পৃথক বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এন.এল.সি / এল এন্ড ডিসি. ০১এ/ ২০২৪। তারিখ ২০ আগস্ট, ২০২৪। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক এ-১ ঃ মেডিক্যাল ল্যাব টেকনেশিয়ান (প্যাথলজি) ঃ শূন্যপদের সংখ্যা ৫টি। যোগ্যতা বায়োলজি অথবা বোটানি, জুলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ক্রমিক এ-২ ঃ মেডিক্যাল ল্যাব টেকনেশিয়ান (রেডিওলজি) ঃ শূন্যপদের সংখ্যা ৩টি। যোগ্যতা বায়োলজি অথবা বোটানি, জুলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ক্রমিক-৩ ঃ ফিটার ঃ ৬২টি, ক্রমিক-৪ ঃ টার্ণার ঃ ২৫টি, ক্রমিক-৫ ঃ ওয়েল্ডার ঃ ৬২টি, ক্রমিক-৬ ঃ মেকানিক (মোটর ভেহিকল) ঃ ৬২টি, ক্রমিক-৭ ঃ মেকানিক (ডিজেল) ঃ ৫টি, ক্রমিক-৮ ঃ মেকানিক (ট্রাক্টর) ঃ ৩টি, ক্রমিক-৯ ঃ ইলেকট্রিশিয়ান ঃ ৮৭টি, ক্রমিক-১০ ঃ ওয়ারম্যান ঃ ৬২টি, ক্রমিক-১১ ঃ প্লাম্বার ঃ ৩টি, ক্রমিক-১২ ঃ কার্পেন্টার ঃ ৩টি, ক্রমিক-১৩ ঃ স্টেনোগ্রাফার ঃ ১০টি, ক্রমিক-১৪ ঃ কম্পিউটার অপারেটর এন্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ ২০টি।

প্রতি ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্দিষ্ট ট্রেডে আইটিআই পাশ। সামগ্রিক হিসেবে মোট ৯১৭টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি'র জন্য, এসটি'র জন্য, ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। অবশিষ্ট পদগুলো অসংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ৪ শতাংশ আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। প্রতিটি পদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, প্রতি মাসের মূল মাইনে বা স্টাইপেন্ড, প্রসেসিং ফি, আবেদন করার কৌশল ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে জেনে নিতে হবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ স্থাপন করেও জেনে নিতে পারেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। * বহিঃরাজ্যের হাইকোর্টে **এল ডি অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্ত সাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* এয়ার ফোর্সে **গ্রুপ সি সিভিলিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা হাইকোর্টে **টি.জে.এস, গ্রেড থ্রি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **নন্-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় রেলে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কেমিক্যাল সুপারভাইসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭,৯৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা/ বিই/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিটেক/ পিজিডিসিএ ... পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩৩ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কললেটারে পরে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শিপ-ইয়ার্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে স্থান ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্কে **ব্যাঙ্ক ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আদিবাসী দিবস পালিত হয়। নিজস্ব ছবি।

প্রত্যেক রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে স্কুলে শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে "স্কুল সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা" বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট : ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিতে গভীরভাবে দায়বদ্ধ। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা ২০১৭ সালের দুটি রিট পিটিশন (ফৌজদারী) নং ১৩৬ / ২০১৭ এবং রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৮৭৪/২০১৭ মামলায় শীর্ষ আদালতের আদেশ অনুসারে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রকের শিক্ষা ও সাক্ষরতা দপ্তর শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। এই নির্দেশিকা পকসো আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই নির্দেশিকাগুলিতে সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারী স্কুলে পাঠরত শিশুদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে স্কুল ব্যবস্থাপনা-পদ্ধতি ও জবাবদিহি ব্যবস্থা নির্ধারণের বিধান দেওয়া হয়। নির্দেশিকাগুলি প্রতিরোধমূলক শিক্ষা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা, রিপোর্টিং পদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান, সহায়তা এবং পরামর্শ এবং নিরাপদ পরিবেশের ব্যবস্থা নিয়ে বিধান দিয়েছে। এই নির্দেশিকাগুলি ইতিবাচক শিক্ষা ও সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই নির্দেশিকাগুলি ২০২১ সালের ১ অক্টোবর সমস্ত রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল / স্বশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছিল। নির্দেশিকাগুলি স্কুলে শিশুদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরামর্শ দিয়েছে। স্কুলে শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কারা জবাবদিহি করবেন তাও স্পষ্টভাবে এতে বলা হয়েছে। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে জানানো হয়েছিল যে তারা এই নির্দেশিকাগুলিতে সংযোজন/পরিবর্তন করতে পারবে। প্রয়োজনে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সংযুক্ত করতে পারবে এবং এ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি দিতে পারে। এই নির্দেশিকাগুলি শিক্ষা মন্ত্রকের শিক্ষা ও সাক্ষরতা দপ্তর (ঙ্গদ্রছক্ক্র)-এর ওয়েবসাইটে- [illegible] আপলোড করা হয়েছে।

এই নির্দেশিকাগুলির উদ্দেশ্য হল: শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এক নিরাপদ এবং সুরক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছাত্র এবং অভিভাবক সহ সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি করা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা এবং সুরক্ষার বিভিন্ন দিক যেমন শারীরিক, সামাজিক-মানসিক, জ্ঞান সম্পর্কিত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে ইতিমধ্যে উপলব্ধ আইন, নীতি, পদ্ধতি এবং নির্দেশিকা সম্পর্কে সচেতন করা। নির্দেশিকাগুলি বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসন, স্কুল পরিচালক, সরকার অধিগৃহীত / বেসরকারি স্কুলের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের উপর স্কুলে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার জন্য কারা জবাবদিহি করবেন তা ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (যার মধ্যে শিশুদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসা, স্কুলে যাওয়া বা তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় রয়েছে)। এই নির্দেশিকার মূল উদ্দেশ্য হল স্কুলে শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে কোনো রকম অবহেলা দেখানোর ঘটনা হলে যেন কোনোরকম আপস না করা হয় অর্থাৎ "জিরো টলারেন্স" নীতি গ্রহণ করা হয়।

বন্যা পরিস্থিতিতে সহায়তার ঘোষণা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): বন্যা পরিস্থিতিতে সহায়তার ঘোষণা করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শুক্রবার তিনি এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "ত্রিপুরার বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, মোদী জির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ দেওয়ার জন্য এসডিআরএফ থেকে কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে ৪০ কোটি অগ্রিম মুক্তির অনুমতি দিয়েছে। কেন্দ্রের মোতায়েন করা ১১টি এনডিআরএফ দল, সেনাবাহিনীর ৩টি কলাম এবং বায়ুসেনার ৪টি হেলিকপ্টার ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে সহায়তা করছে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে।

যাই হোক না কেন, ত্রিপুরার আমাদের বোন এবং ভাইয়েরা এই কঠিন সময়ে লড়াই করার জন্য মোদী সরকারকে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে।"

প্রসঙ্গত, প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ত্রিপুরায়। চার দিনে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২২ জনের। রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির কারণে ধস নেমে একই সঙ্গে দুই পরিবারের সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহিলা এবং শিশুরাও। বৃষ্টি থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মৌসম ভবন জানিয়েছে, ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। আটটি জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৭৮ ডলার প্রতি ব্যারেল এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত প্রায় ৭৩ ডলার প্রতি ব্যারেল। শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ)। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪,৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের পঞ্চম দিনে প্রথম বাণিজ্যে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.১২ ডলার বা ০.১৬ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.১০ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ০.১১ ডলার বা ০.১৫ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৭২.৯০ ডলারে লেনদেন করছে।

ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রের অগ্রগতি অসাধারণ : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রের অগ্রগতি অসাধারণ, সীমিত সম্পদেই চিত্তাকর্ষক প্রাপ্তি হয়েছে ভারতের। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির কথায়, 'ভারতের মহাকাশ ক্ষেতের অগ্রগতি অসাধারণ। সীমিত সম্পদ-সহ সফলভাবে সম্পন্ন মঙ্গল অভিযান হোক অথবা একসঙ্গে শতাধিক স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণ হোক, আমরা অনেক চিত্তাকর্ষক প্রাপ্তি অর্জন করেছি।' চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম দেশ হিসেবে ভারতের পদার্পণ-এর দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে শুক্রবার প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবস পালন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি হয় দিল্লির ভারত মণ্ডপমে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, মহাকাশ ক্ষেত্রে ইসরো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ইসরো ভারতের মহাকাশ স্টেশন স্থাপনের দিকে এগোচ্ছে। আমি গগনযান মিশনের জন্যও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, যা ভারতীয় মহাকাশ দলকে মহাকাশে নিয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত, এই সমস্ত মিশনগুলি এমন ফলাফল দেবে যা দেশকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে উপকৃত করবে। রাষ্ট্রপতির কথায়, 'আমাদের নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীরা ন্যূনতম সম্পদ ব্যবহার করে ভারতের স্পেস প্রোগ্রামকে বিশ্বের সেরা স্পেস প্রোগ্রামগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছেন। এ জন্য তাঁরা প্রশংসার দাবিদার। আমার পূর্ণ আস্থা আছে, আমাদের দেশে মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমাগত অগ্রগতি হবে এবং আমরা শ্রেষ্ঠত্বের নতুন মান স্থাপন করতে থাকব।'

করের টাকা থেকে উকিলের পিছনে কোটি কোটি খরচ, কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): করের টাকা থেকে উকিলের পিছনে কোটি কোটি খরচ করা হচ্ছে বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায়।

শুক্রবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "তৃণমূল নাকি অপরাধীর ফাঁসি চায় ! আহা, মরে যাই ! এদিকে অপরাধীদের নাম লুকোনোর জন্য জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকা থেকে উকিলের পিছনে কোটি কোটি খরচ করছে।"

তিনি অপর একটি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "মমতা নিজেকে কী নিয়ে ব্যস্ত তার নমুনা। যখন রাষ্ট্র একটি হাসপাতালের একজন মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস হত্যা-ধর্ষণ নিয়ে থমকে আছে, এবং তার সরকার ধামাচাপা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত, তখন সে দেশের বাকি অংশে ধর্ষণের বিষয়ে "ভয়ংকর" হওয়ার ভান করছেন ! এমন ভয়াবহ ট্রাজেডির মাঝেও মানুষকে হাসানোর এ এক ক্ষমতা !"

ভারত তার সভ্যতাগত স্বাক্ষর চাঁদে খোদাই করেছে, বার্তা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): জাতীয় মহাকাশ দিবসে এক্স হ্যান্ডলে তাঁর বার্তা দিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শুক্রবার তিনি লিখেছেন, "জাতীয় মহাকাশ দিবসে আমি সমস্ত নাগরিককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। যারা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযানের সফল স্পর্শের মাধ্যমে মহাকাশে ভারতের আধিপত্য প্রমাণ করেছেন, সেই সব উজ্জ্বল মনকে অভিনন্দন জানাই।

ভারত তার সভ্যতাগত স্বাক্ষর, শিব শক্তি, চাঁদের পৃষ্ঠে খোদাই করে অদম্য ইতিহাস রচনা করেছে। এই মহান কৃতিত্ব আমাদের যুবকদের জন্য মহাকাশ ক্ষেত্রে অসীম সুযোগ খোলার মোদীজির দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ। তারা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে দৈনন্দিন বাস্তবতায় পরিণত করার সাহস দেখিয়েছে।"

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে ভারত জুড়ে প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবস পালিত হচ্ছে। ভারত সরকার ভারতের মহাকাশ মিশনের অর্জনগুলি দেখাতে এবং যুবকদের অনুপ্রাণিত করতে একটি মাসব্যাপী প্রচার শুরু করেছে। এই বছরের থিম, 'চাঁদ স্পর্শ করার সময় জীবন স্পর্শ করা: ভারতের মহাকাশগাথা,' সমাজ এবং প্রযুক্তির উপর মহাকাশ অনুসন্ধানের উল্লেখযোগ্য প্রভাব তুলে ধরে।

জয়পুরে আত্মঘাতী হেড কনস্টেবল; লিখে গেলেন সুইসাইড নোট, তোপ বৃন্দার

জয়পুর, ২৩ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানের জয়পুরে থানার মধ্যেই আত্মঘাতী হয়েছেন একজন পুলিশ হেড কনস্টেবল। জয়পুরের ভানক্রোটা থানার স্টোর হাউসের দায়িত্বে ছিলেন ওই হেড কনস্টেবল। গত বুধবার মুকুন্দপুরা থানার ভিতরে তিনি আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছেন বলে অভিযোগ। নিহতের নাম-বাবুলাল বৈরওয়া, তিনি জয়পুরের লক্ষ্মী বিহার বৈশালী মার্গ পশ্চিমে ছেলে, মেয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন। ওই হেড কনস্টেবল রেখেই গিয়েছেন একটি সুইসাইড নোট।পরিবারের অভিযোগ, চাপের কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন বাবুলাল। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে এসএমএস হাসপাতালের সামনে ধর্না দিয়েছেন হেড কনস্টেবলের পরিবার ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা। তাঁরা সিবিআই তদন্ত এবং পরিবারের সদস্যের জন্য নিয়োগেরও দাবি জানিয়েছেন। সুইসাইড ওই হেড কনস্টেবল ৪ জনের নাম লিখে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।শুক্রবার অতিরিক্ত ডিসিপি নীরজ বলেছেন, 'একজন হেড কনস্টেবল ভাংক্রোটা থানায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আমরা যখন তাঁর দেহ মর্গে নিয়ে যাই, তখন তার আত্মীয়স্বজন এবং বিভিন্ন সংগঠনের লোকজন এখানে আসেন। তাদের কিছু প্রশ্ন আছে এবং আমরা তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি... আরও তাদের অভিযোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" এই ঘটনায় সিপিআই (এম) নেত্রী বৃন্দা কারাট বলেছেন, 'এটি আত্মহত্যা নয়, একটি কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড। পুরো ব্যবস্থাই দলিতদের বিরুদ্ধে। চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন। চাকরি পাওয়ার পর কেউ যখন আত্মহত্যা করে, তখন সেটি নিশ্চিতভাবে একটি কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড।'

কোশিয়াড়িতে টেম্পোর পিছনে ধাক্কা গাড়ির, গুরুতর আহত ৬ জন

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি থানা এলাকায় টেম্পো ও গাড়ির সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৬ জন। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কেশিয়াড়ি থানার অন্তর্বত কলাবনীর কাছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মুরগি বোঝাই একটি টেম্পোকে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন।পুলিশ সূত্রের খবর, কলকাতা থেকে ওড়িশা যাওয়ার সময় কলাবনীর কাছে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা মুরগি বোঝাই টেম্পোর পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়িটি দ্রুতগতিতে থাকার কারণে সেটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়িতে থাকা যাত্রীদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরে খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ এসে জাতীয় সড়কে যান চলাচক স্বাভাবিক করে। পুলিশ জানিয়েছে, আহত ৬ জনের মধ্যে ৪ জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গাড়িতে থাকা সকলেই হাওড়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তার মোড়ে মোড়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ থাকার কথা থাকলেও, পুলিশের দেখা মেলে না।

তদন্তের আওতায় মুখ্যমন্ত্রীকেও নেওয়া যেতে পারে, দাবি বিজেপি নেতার

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : "তদন্তের উত্তাপ সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে"। শুক্রবার সিবিআই তদন্ত নিয়ে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। অমিতবাবু এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট আখতার আলি সুপ্রিম কোর্টে আত্মপ্রকাশ করার পরে সিবিআই তদন্ত আরও বিস্তৃত হতে পারে। এতে দুর্নীতিতে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করা যায়।মনে রাখবেন, আখতার আলি পশ্চিমবঙ্গের ভিজিল্যান্সকে বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু কোনওটি গ্রাহ্য করা হয়নি। কারণ সন্দীপ ঘোষ তাঁর হিতৈষী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করেছিলেন।"

কল্যাণী এইমস-এ পরিষেবায় যোগ দিলেন চিকিৎসকরা

নদিয়া, ২৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হসপিটালের ঘটনায় গত ১১ দিন ধরে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল নদিয়ার কল্যাণী এইমস। এবার সুপ্রিম কোর্টের আবেদনে সাড়া দিয়ে শুক্রবার থেকে ওপিডি পরিষেবায় যোগ দিলেন জুনিয়র রেসিডেন্ট থেকে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা।

কেন্দ্রীয় এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য রাজ্যসহ রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন রোগীরা ভিড় জমান। এই কয়েকদিনও মানুষের ভিড় ছিল অব্যাহত। গত মঙ্গলবারই আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাছে কর্মবিরতি তুলে, কাজে ফেরার আবেদনও জানিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। আবারও বৃহস্পতিবার তিনি একই অনুরোধ করেন।

তারপরই কল্যাণী এইমস-এ চিকিৎসকরা কাজে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন।

শনিবার মহারাষ্ট্র বনধের ডাক এমভিএ-এর, বাস ও ট্রেন পরিষেবা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা

মুম্বই, ২৩ আগস্ট (হি.স.): গত ২১ আগস্ট ভারত বনধের আংশিক সাফল্যের পরে, ২৪ আগস্ট মহারাষ্ট্র বনধের ডাক দিয়েছে মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ)। শনিবার, ২৪ আগস্ট মহারাষ্ট্র বিরোধী জোট, মহা বিকাশ আঘাড়ির পক্ষ থেকে মহারাষ্ট্র বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বে শিবসেনা এবং শরদ পাওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি (এসপি) এই বনধ ডেকেছে।এমভিএ-র ডাকা আগামীকালের "মহারাষ্ট্র বনধ" প্রসঙ্গে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, 'অনেক মানুষ মনে করতে শুরু করেছেন, মেয়েরা স্কুলে নিরাপদ নয়। সমস্ত নাগরিক আগামীকালের বনধে অংশ নেবেন, শুধু মহা বিকাশ আঘাড়ি নয়। দুপুর ২টা পর্যন্ত বনধ থাকবে। বাস ও ট্রেন পরিষেবাও বন্ধ রাখতে হবে, আপনি যে কোনও ধর্ম অথবা জাতের হোন, কিন্তু আপনার মেয়ে-বোনদের সুরক্ষার জন্য এই বনধকে সফল করুন।'

রাসেল স্ট্রিটে চেতলার যুবতীর রহস্যমৃত্যু, মেলেনি নিশ্চিত সূত্র

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): বৃহস্পতিবার রাতে রাসেল স্ট্রিটের মৃত্যু হয়েছে এক যুবতীর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর নাম শিবালিকা সিং (২৫)। বাড়ি চেতলায়। পুলিশ জানিয়েছে, বহুতল থেকে পড়ে তিনি মারা গিয়েছেন। আত্মহত্যার ঘটনা বলে অনুমান পুলিশের। যদিও শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেলেনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনও সূত্র।

ওই বহুতলের কেয়ারটেকারদের দাবি, ওই যুবতীকে বিল্ডিংয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলেন তাঁরা। সন্ধে সাড়ে ৭টা নাগাদ ভারি কিছু পড়ার শব্দ পেয়ে ছুটে যান। দেখেন, ভবনের নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন শিবালিকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫/২ রাসেল স্ট্রিটে ওই বহুতলে অনেকগুলি সংস্থার অফিস রয়েছে। সেখানে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট স্কুল রয়েছে। ওই স্কুলেই প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন শিবালিকা। তরুণীর ঝাঁপ দেওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শেক্সপিয়ার সরনি থানার পুলিশ। তরুণীর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে জন্য পাঠায় তাঁরা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তরুণীর মোবাইল এবং বহুতলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ৮ মিনিটের একটি ফুটেজে তরুণীকে বহুতলে প্রবেশ করে দেখা গিয়েছে। তারপরে, পড়ে যাওয়ার ফুটেজও সংগ্রহ করেছে।

তরুণীর মৃত্যুর কারণ খোঁজার জন্য পুলিশ তরুণীর বাড়ির লোকেদের, ওই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট স্কুল ও বহুতলের কেয়ারটেকারদের সঙ্গে কথা বলেছে।

"যেভাবেই হোক, জল বাংলাদেশে যেতই", দাবি তথাগতর

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশের প্লাবন নিয়ে ভারতকে দায়ী করার যে অভিযানে নেমেছে সেই দেশ, তার প্রতিবাদ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শুক্রবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "ভারতকে টোপে ফেলার পুরনো খেলায় ফিরেছে বাংলাদেশ। বোঝার চেষ্টা করুন (আপনি না বুঝলে কোনও পার্থক্য বুঝবেন না)। নদীর উপরের অংশে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে সেই জল সমুদ্রে যাবে। কোনও বাঁধ, কোনও ব্যারেজ, কোনও চিনের প্রাচীর তা আটকাতে পারবে না।

এখন এমন হয় যে, আপনার আল্লা তাঁর অসীম জ্ঞানে বাংলাদেশকে (পাকিস্তানকেও) পথে বসিয়ে দেশটিকে বন্যার সমভূমিতে পরিণত করেছেন। ভারত যদি ব্যারেজের গেট বন্ধ করে প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করত, তাহলে জল ব্যারাজের পেছনে প্রবাহিত হতো, উপচে ও অন্য পথে যেভাবেই হোক বাংলাদেশে চলে যেত। তাই আপনার আল্লাহ যা করেছেন তার জন্য ভারতকে দোষারোপ করা বন্ধ করুন।

ভারতীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট (এটি শ্রেণীবদ্ধ নয়) পর্যবেক্ষণ এবং সময়মত ব্যবস্থা নেওয়ার দিকে কিছু মনোযোগ দিন। বন্যা আশ্রয়স্থল নির্মাণ এবং উগ্রবাদীকরণ এবং হিন্দুদের টার্গেট করার দিকে কম মনোযোগ দিন। আমার পূর্বপুরুষদেবতিনটি ছবি-সহ জনৈক নাজমুস সাজেদ চৌধুরী এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "ভারত তার বাঁধ থেকে জল ছেড়ে বাংলাদেশে কৃত্রিম বন্যা তৈরি করেছে। আপনি এখনও ভাবছেন, কেন মানুষ ভারতকে এত ঘৃণা করে?" এর প্রেক্ষিতেই তথাগতবাবু প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

টেট-এ প্রশ্ন ভুল মামলা: ৩ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ২০১৪ সালের পর ২০১৭ এবং ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও ভুল থাকার অভিযোগ উঠেছিল। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পরীক্ষার্থীদের একাংশ। প্রশ্নপত্র যাচাইয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে কমিটি গড়ার নির্দেশ দেয় সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। শুক্রবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।

এই মামলায় এবার তিন সদস্যের বিশেষ কমিটি গড়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের নির্দেশ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন করে বিশেষজ্ঞ এই কমিটিতে থাকবেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রশ্নপত্র খতিয়ে দেখবে, নির্দেশ এমনটাই। অর্থাৎ প্রশ্ন ভুল ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির উপর।

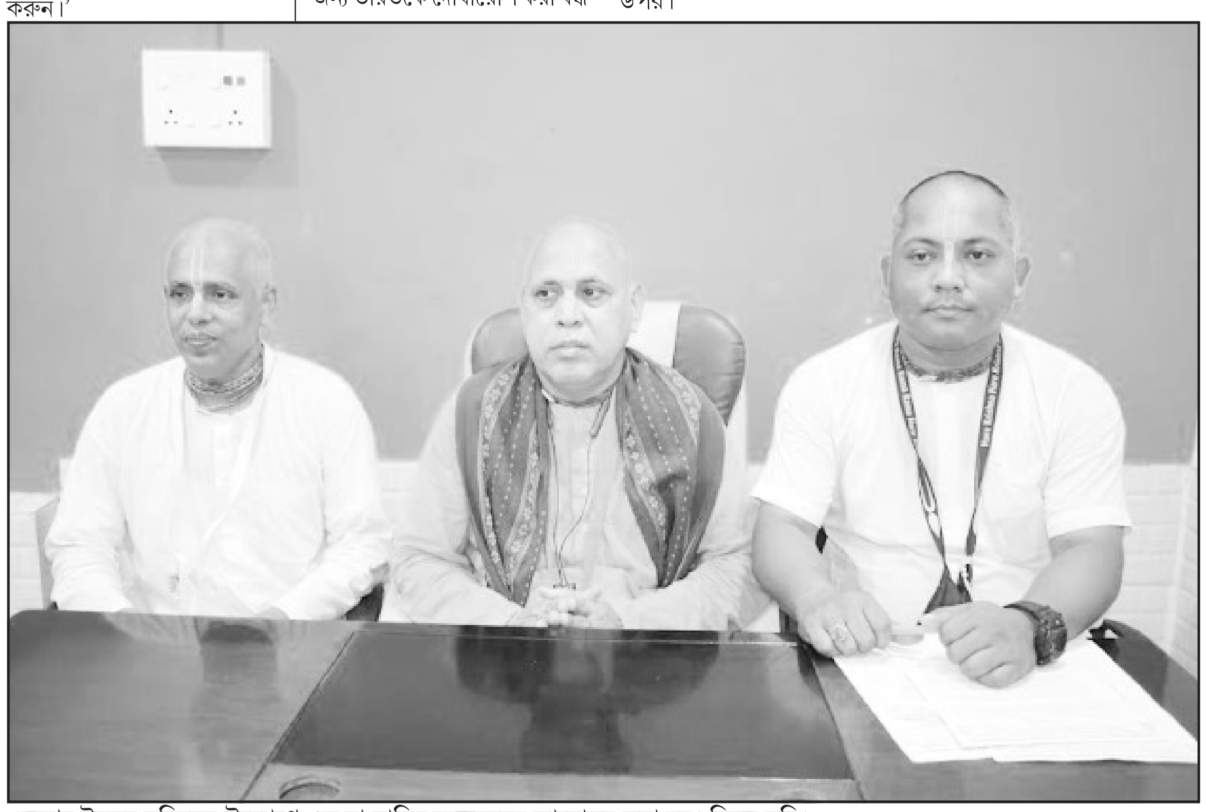

শুক্রবার ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

কৃষকদের মাথায় হাত

● প্রথম পাতার পর

ব্যাপক ক্ষয়খতি কৃষিক্ষেত্রে।

ফটিকরায় বিধানসভার দিকে দিকে নষ্ট নিম্নাঞ্চলের জমিতে থাকা ধান থেকে বিভিন্ন সব্জি। সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকার ইন্দিরা কলোনি, কৃষ্ণনগর, আসামবস্তি, রাতাছড়া সহ একাধিক অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজের উপরই নির্বাহ করেন তাদের জীবন জিবিকা। কিন্তু চলতি বন্যায় একেবারে মাথায় হাত পড়েছে সেইসব কৃষক পরিবারগুলোর। বন্যার জলের নিচে চলে গিয়েছে তাদের ফলানো বিভিন্ন সব্জি থেকে ধান সবকিছুই। বর্তমানে এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও বহু অঞ্চলেই কৃষকদের ফসল এখনো রয়েগেছে জলের নিচেই।

রাতাছড়া লামারগাও এলাকার কৃষক পিঙ্কু দাস জানিয়েছেন, এলাকার অধিকাংশ পরিবারই সেখানে কৃষির উপর নির্ভর। চলতি বন্যা সর্বনাশ করে দিয়েছে তাদের ফলানো বিভিন্ন ফসল থেকে ধানের। আগামীদিনে পরিবার নিয়ে কিভাবে খেয়ে বাঁচবেন তারা তানিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ঐ কৃষক। তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৮ সালের বন্যায় একইভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিলো তাদেরকে। তখনও সরকারী সহায়তা সঠিকমতো পাননি ঐ এলাকার প্রত্যেক কৃষক। এবারের বন্যায় সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে না দাঁড়ালে তাদের পক্ষে পরিবার প্রতিপালন করাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। তাই অবিলম্বে সরকার তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক চাইছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। সব জমি থেকে এখনো নামেনি জল।

কৃষকদের ফলানো লাউ,কুমড়ো,ঢেড়স,বেগুন, ঝিঙে সহ অন্যান্য সব্জি ও ধান এখনো জলের তলায়। ইতিমধ্যেই পচন ধরতে শুরু করেছে বিভিন্ন ফসলে। তাই জমির কোন ফসলই আর রক্ষাকরা যাবেনা বলে হতাশার সুরে জানালেন এলাকার কৃষক অসিত দত্ত।ফসল বাজারজাত করাতো দূরস্ত কৃষক পরিবারের নিজেদের খেয়ে বাঁচার ধান বা সব্জিটুকু পর্যন্ত রক্ষা হয়নি এযাত্রায়। এই পরিস্থিতিতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় বাজারে এর প্রভাব পড়বে এবং দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য আকাশছোঁয়া হবে বলেই আশঙ্কা ব্যাক্ত করেছেন কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যসরকার প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে কতটুকু সহায়তার হাত বাড়ায় তাই এখন দেখার।

অন্যদিকে, কুমারঘাটে ভয়াবহ বন্যায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক। বর্তমানে সরকারি সহায়তার দাবি তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। ভয়াবহ বন্যায় দুর্বিষহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কুমারঘাটে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কৃষক। কয়েকদিনের ভারী বর্ষণ ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার জলের তলায় চলে যায় সব্জি থেকে ধান ক্ষেত। মাথায় হাত পড়ে কৃষকদের।

প্রকৃতির হঠাৎ এই রুদ্ররূপে বর্তমানে শুধু দুর্গতদের আর্তনাদ। কুমারঘাট বিধানসভা এলাকার ইন্দিরা কলোনি, কৃষ্ণনগর, আসামবস্তি, রাতাছড়া সহ একাধিক অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজের উপরই নির্বাহ করেন তাদের জীবন জিবিকা। কিন্তু চলতি বন্যায় একেবারে মাথায় হাত পড়েছে সেইসব কৃষক পরিবারের।

বর্তমানে এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও বহু অঞ্চলেই কৃষকদের ফসল এখনো রয়েগেছে জলের নিচে। রাতাছড়া লামারগাও এলাকার কৃষক পিঙ্কু দাস জানিয়েছেন, এলাকার অধিকাংশ পরিবারই কৃষির উপর নির্ভর। চলতি বন্যা সর্বনাশ করে দিয়েছে তাদের ফলানো বিভিন্ন ফসলে। তাই আগামীদিনে পরিবার নিয়ে খেয়ে বেঁচে থাকার বিষয় নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাই অবিলম্বে সরকার সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে এলাকার সাধারন কৃষক।

মেয়র

● প্রথম পাতার পর

নিগমের জল নিকাশি ব্যবস্থা খুবই উন্নত। যা বিগত দিনে কখনও ছিল না।এদিন তিনি আরও বলেন, পুর নিগমের ৪টি জোনে মোট ৩৫টি অস্থায়ী ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। আশ্রিতদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে এনজেপি থানা ঘেরাও কর্মসূচি বিজেপির

শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালের ঘটনা নিয়ে রীতিমতো সরগরম রাজ্য রাজনীতি।আর জি করের ঘটনা নিয়ে শুক্রবার রাজ্যজুড়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচী গ্রহন করে বিজেপি।

শুক্রবার বিজেপির ৬ নম্বর মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে এনজেপি থানা ঘেরাও করা হয়।বিজেপির মিছিল রুখতে পুলিশের তরফে থানার সামনে ব্যারিকেড দেওয়া হয়।মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী।মিছিল থানায় পৌছতেই ব্যারিকেড ভেঙে থানায় প্রবেশ করতে গেলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি বেধে যায়। অবশেষে থানার সামনে বসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক সঞ্জীব কুমার সিং জানান, আরজি কর কান্ড নিয়ে রাজ্য সরকারের ভুমিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়।অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিজেপির শিলিগুড়ি থানা ঘেরাও কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও থানা ঘেরাও অভিযানে সামিল হয়েছে বিজেপি।শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার দুই, তিন, চার ও পাঁচ নম্বর মন্ডলের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হল।শুক্রবার বিজেপির মিছিল আটকাতে শিলিগুড়ি থানার সামনে ব্যারিকেড করে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়।ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে পুলিশ ও বিজেপি কার্যকর্তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।এরপর থানার সামনে রাস্তায় বসে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কার্যকর্তারা।এদিন এই থানা ঘেরাও অভিযানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মন্ডল সহ বিজেপির অন্যান্য কার্যকর্তারা।

শিলিগুড়িতে কাপড়ের দোকানে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): শিলিগুড়ি থানার সামনে একটি নামী কাপড়ের দোকানে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল।জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে।এদিন দোকানের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন কর্মীরা।তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগকে।খবর পেয়ে দুটি দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।দোকানের সমস্ত জিনিস সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়।মূলত শর্ট-সার্কিট থেকেই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।পুজোর আগে এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন দোকানের কর্মচারীরা।

টাইবেকারে জিতে ডুরান্ডের সেমিফাইনালে মোহনবাগান

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : এক গোল নয়, দু''গোল নয়, ছ'-ছ'টি গোল।রোমাঞ্চকর লড়াই। শুক্রবার জামশেদপুরে নাটকীয়তার ম্যাচে পঞ্জাবকে টাইবেকারে হারিয়ে বাগান ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে গেল।টাইব্রেকারে ৬-৫ জিতল তারা। ৯০ মিনিটে খেলার ফলাফল ছিল ৩-৩। ডুরান্ড কাপে অতিরিক্ত সময় না থাকার জন্য টাইবেকার হয়। সেখানে মোহনবাগান জিতল গোলরক্ষক বিশাল কায়েথের সৌজন্যে। বিশাল শেষ দু'টি শট বাঁচান। আর তাতেই মোহনবাগান পৌঁছে গেল ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে। নির্ধারিত সময়ে মোহনবাগানের হয়ে গোল গুলি করেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট, মনবীর সিংহ এবং জেসন কামিংস।

খুনের মামলায় জড়ালেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক শাকিব

ঢাকা, ২৩ আগস্ট (হি.স.) :এবার খুনের মামলায় জড়িয়ে গেল বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক শাকিব আল হাসানের নাম। শুক্রবার ঢাকার আদাবর থানায় শাকিবের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত মহম্মদ রুবেলের বাবা রফিকুল ইসলাম।

সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর

সৃষ্টি করে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে না পারে সেজন্য রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা তল্লাশি অভিযান ও তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। বন্যা পরিস্থিতিতে ও তার পরবর্তী সময়ে কোনও ব্যবসায়ী বেশি দামে জিনিস বিক্রি করলে তার বিরুদ্ধে জরিমানা ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে কড়া বার্তা দিলেন তিনি।সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে গণবন্টন ব্যবস্থায় ও খোলা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। গণবন্টন ব্যবস্থায় রাজ্যে বর্তমানে চাল ৭৬ দিনের, আটা ৯৯ দিনের, লবণ ৩১ দিনের, মশুর ডাল ১৬ দিনের এবং চিনি ৫ দিনের মজুত রয়েছে। এছাড়াও খোলা বাজারে চাল ২৭ দিনের, ডাল ১১ দিনের, ভোজ্য তেল ৮৩ দিনের, আলু ৭ দিনের, পেঁয়াজ ৫ দিনের, আটা ৪২ দিনের, চিনি ২৫ দিনের এবং লবণ ৩৮ দিনের মজুত রয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, বিমানের মাধ্যমে বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের জন্য প্রায় ২০ হাজার প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩১৪০ প্যাকেট খাবার প্রদান করা হয়েছে বন্যা কবলিত এলাকায়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সবকিছু করছে। তিনি জানান, আমার কাছে খবর রয়েছে যে বন্যার কারণে অনেক লোক তাদের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র হারিয়েছেন। আর এতে চিন্তা করার কোন কারণ নেই। ইতিমধ্যে আমি প্রশাসনের আধিকারিকদের এই বিষয়ে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি।

পরিদর্শন কালে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

এদিন আকাশপথে উদয়পুর, করবুক, অমরপুর, শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া, মাতাবাড়ি, মেলাঘর, চড়িলাম, বিশালগড় ও আগরতলা সহ বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় সরেজমিনে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের নির্দেশ দেন তিনি।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার কার্যের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন চিরঞ্জিত। গতকাল তিনি দুই বন্ধুকে নিয়ে বাঁশের নৌকা দিয়ে উদ্ধার কার্য শুরু করেন। একটি শিশু ও মহিলাকে ঘর থেকে উদ্ধার করার সময় হঠাৎ বাঁশের নৌকাটি কাত হয়ে পড়ে যায় চিরঞ্জিত এবং শিশু ও মহিলা। পরবর্তী সময়ে শিশু মহিলা ও দুই বন্ধু উঠে আসলেও জলের তোড়ে ভেসে যায় চিরঞ্জিত। গতকাল থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় জল নামতে শুরু করলে শুক্রবার জমির মধ্যে চিরঞ্জিতের মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জিবি হাসপাতালে।

এই খবর শুনে ছুটে আসেন পশ্চিম জেলা শাসক ডাক্তার বিশাল কুমার। এবং তিনি মৃত যুবকের বোনের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। পাশাপাশি আগামী দিনে যা যা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার দরকার সবকিছু দেওয়া হবে বলে জানান বিশাল কুমার।

মাদকাসক্তি,অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে যুবসমাজ

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

খোয়াই থেকে বদলি হয়ে যখন লেম্বুছড়া অফিসে আসলাম, তখন প্রতিনিয়ত ভয়াবহ এক দৃশ্য আমাকে ভাবিত করে তুললো। চতুর্দিকে তরুণ যুবক যুবতী আমার চোখের সামনে প্রতিনিয়ত নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ঢলতে থাকছিল। ধ্বংসের এই লীলা নিজের চোখের সামনে দেখব, সেটা কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। দেখতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিল দম আটকে মরে যাব। প্রতিদিন মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। এক স্বাধীন দেশের সচেতন নাগরিক হয়ে আমার কি কি করণীয় আছে যুবসমাজকে এই ভয়াবহ অন্ধকার পৃথিবী থেকে বাঁচানোর জন্য, সেটা মনের মধ্যে কেবলই ঘোর পাক খাচ্ছিল। ভাবছিলাম এই আধার থেকে ফেরার কি কোন পথ নাই? তখনই মনে হল কলমের শক্তি বড় শক্তি, অনেক পরিবর্তন এসেছে কলমের মাধ্যমে। তাই শুরু করলাম আমার প্রচেষ্টা।

মাদকাসক্তি নামক এই ছোট অথচ ভয়ংকর শব্দ যা বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে আমাদের যুবসমাজের জন্য আরো ভয়ংকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদিকাল থেকেই মানুষ এই নেশার জালে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই নেশারই নাম মাদকাসক্তি। মাদকদ্রব্য এমন একটী দ্রব্য, যা সেবন করলে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ অসুস্থ মানসিকতার এক মানুষে পরিণত হয়ে যেতে পারে এবং তার স্থায়িত্ব যতক্ষন পর্যন্ত নেশা কুপ্রভাব শরীরের মধ্যে থাকে। তবু মানুষ যুগ যুগ ধরে এই নেশায় আক্রান্ত। এই নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তি সহজে নেশা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তার জীবনে নেমে আসে দুর্দিন ,নেমে আসে অন্ধকার।

মাদকাসক্তি কী:

বিভিন্ন নেশার দ্রব্য গ্রহণ করে নেশা করার প্রবণতাই মাদকাসক্তি। নেশা ক্ষণিকের জন্য মনের যন্ত্রণা লাঘব করে, সকল বেদনা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে, নেশার ফলে বাস্তব চৈতন্যকে অবলুপ্ত করে তাকে নিয়ে যায় এক স্বতন্ত্র জগতে এসব বিশ্বাস থেকেই মাদকাসক্তির বিকাশ। মাদকদ্রব্য হিসেবে বহু উপকরণ রয়েছে। যেমন ; মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, মারিজুয়ানা, চরস, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে হিরোয়িনের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনের হতাশা, ব্যর্থতা, বিষাদ, কৌতুহল এসব থেকেই নেশা গ্রহণের সূত্রপাত ঘটে এবং জীবনের অস্থিরতা, নৈতিক মূল্যবোধের অভাব, সঙ্গদোষ, কালো টাকার উত্তাপ ও ব্যয়ের অপরিচ্ছন্ন পন্থা যুবসমাজের বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিক:

মাদকদ্রব্য গ্রহণের আসক্তি সুপাচীন কাল থেকে প্রচলিত থেকে যুগে যুগে সমস্যার সৃষ্টি করছে। এক সময় চীন দেশের লোকজন আফিম খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সাম্প্রতিককালে মাদকাসক্তির প্রভাবে বহুলোকের বিশেষত যুবসমাজের ধ্বংস নেমে আসছে, শুরু হয়েছে এক ভয়াবহ অবক্ষয়ের। বিভিন্ন রকম দৈহিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে দেহের অক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মাদকাসক্তির ফলে মানসিক ভারসাম্যহীন্যতার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন চেতনা নাশক মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ফলে মানসিক আচ্ছনতা দেহের মাংসপেশির কম্পন ও মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। ফলে মাদকাসক্তির পরিণাম হিসেবে ব্যক্তিজীবনে আসে ব্যর্থতা এবং জাতীয় জীবনে আসে সর্বনাশ।

মাদকাসক্তির প্রভাব:

সারা বিশ্ব জুড়ে মাদকাশক্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক উন্নত দেশে মাদকাসক্তির ব্যাপকতা জাতির জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। এই সর্বনাশা নেশা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মাদকদ্রব্যের প্রসারের ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েও নেশায় আক্রান্ত হচ্ছে। তবে তরুণ সমাজের মধ্যে এর সম্প্রসারণের প্রবণতা খুব বেশি। শিক্ষাজীবনের অনিশ্চয়তা, বেকারত্বের অভিশাপ, দারিদ্রের গ্রাস এসব কারণে যুবসমাজ ক্রমেই নেশার দিকে ধাবিত হচ্ছে। নেশাগ্রস্তদের নৈতিক মূল্যবোধের অভাবের কারণে তারা অন্যায় ও অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হচ্ছে। মাদকদ্রব্যের দাম বেশি হওয়ায় নেশাগ্রস্তরা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনে তৎপর হচ্ছে। এই মরণ ব্যাধির হাত থেকে যুব সমাজকে তথা দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি নাগরিককে সচেতন হতে হবে। প্রতিটি অভিভাবককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে, সন্তানের গতিবিধির উপর। ছোটবেলা থেকেই নৈতিক চরিত্র গঠন করতে হবে। সন্তানদের প্রতিদিন প্রার্থনা করানো, পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করানো , গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ এগুলির অভ্যাস করাতে হবে। নারীশক্তি এক ও অদ্বিতীয় শক্তি, যা কেবল অসুরদের কাছ থেকে স্বর্গকে রক্ষা করেনি, ড্রাগস নামে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ও জয়ী হবে।

চার চারজন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী তবুও চুরি বিজেপি নেতার বাড়িতে

বাসন্তী, ২৩ আগস্ট (হি.স.): রাতের অন্ধকারে বিজেপি নেতার বাড়িতে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর ঝড়খালি কোস্টাল থানার অন্তর্গত নফরগঞ্জে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য পুলিশকে নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই সবসময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর ভরসা দেখানো হয়। সম্প্রতি আর জি কর কান্ড নিয়েও যখন রাজ্য পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে, তখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আর জি কর হাসপাতালের দখল নিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এবার টক্কর দিল সিঁধেল চোর। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতির বাড়িতে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জাওয়ানদের চোখে ধুলো দিয়ে দু লক্ষের বেশি টাকার সোনার গহনা এবং বাহিনীর এক জাওয়ানের মোবাইল নিয়ে চম্পট দিল চোর।

গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষীদের চারজন সর্বদা মোতায়েন রয়েছেন প্রদীপ সর্দার নামে ওই বিজেপি নেতার নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু সেই নিরাপত্তা রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে প্রদীপের বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতিরা একদিকে যেমন প্রায় দু লক্ষ টাকার সোনার গহনা হাতিয়ে নেয়, তেমনি নিরাপত্তারক্ষীদের মোবাইল ফোনও হাতিয়ে নেয়। তাঁদের ট্রলি ব্যাগ ঘর থেকে চুরি করে বাড়ির উঠানে এনে ভেঙে তছনছ করে ফেলে দিয়ে চম্পট দেয় চোর। শুক্রবার ভোর চারটে নাগাদ সকলে টের পান বাড়িতে চুরি হয়েছে। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও চোরের দেখা মেলেনি। শুক্রবার দুপুরে এই বিষয়ে ঝড়খালি কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রদীপ। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ। প্রদীপ বলেন, " একজন নিরাপত্তারক্ষী ছুটিতে গিয়েছেন, বাকি তিনজন ছিলেন সেই সময় বাড়িতেই। কিন্তু কি করে যে চোর ঘরে ঢুকে সোনার গহনা ও নিরাপত্তারক্ষীদের মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিল বুঝতে পারছি না।" রাজ্য পুলিশে ভরসা না থাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে কিভাবে এই দুঃসাহসিক চুরি হল? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেন নি ওই বিজেপি নেতা। তবে চুরির কিনারা করতে আপাতত ঝড়খালি কোস্টাল থানার উপরেই ভরসা রেখেছেন তিনি। এ নিয়ে অবশ্য ওই বিজেপি নেতাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। বাসন্তী ব্লক তৃণমূলের নেতা রাজা গাজী বলেন, "বিজেপি নেতারাই দেখুক কেন্দ্রীয় বাহিনীর ক্ষমতা। কোথাও কিছু হলে কথায় কথায় কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। এই কেন্দ্রীয় বাহিনী কতটা কাজের আপনারাই দেখুন। চারজন নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও চুরি গেল। বাহিনীর জাওয়ানদের মোবাইলও রক্ষা করতে পারলেন না তাঁরা। অবশেষে সেই রাজ্য পুলিশের উপরেই ভরসা করছেন বিজেপি নেতা। দিদি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী আছেন, এ রাজ্যের মানুষ নিশ্চিন্ত আছেন।"

গোসাবায় নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত গ্রাম

গোসাবা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ফের নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হল সুন্দরবনের গ্রাম। গোসাবা ব্লকের কুমিরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙনঘাট বৈদ্যপাড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে কোরানখালি নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় গোটা গ্রাম। প্রায় ১০০ ফুট এলাকা জুড়ে বাঁধে ধস নামলে নদীর নোনা জল ঢুকে পড়ে গ্রামে। অন্তত ৫০ টি বাড়ি সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে আরও বহু বাড়ি। নদীর নোনা জল ঢুকে পড়েছে মাঠ, ঘাট, খাল, বিলে। ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন গ্রামের মানুষজন। পূর্ণিমার ভরা কটালের জেরে গত কয়েকদিন ধরেই সুন্দরবনের নদীগুলিতে জলস্ফীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সেই জলস্ফীতির জেরেই নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হল গোটা গ্রাম। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ বাঁধ ভেঙে জল ঢোকে গ্রামে। খবর পেয়েই রাতে সেচ দফতরের কর্মীরা ও কুমির গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। গোসাবার বিডিও বিশ্বরূপ বিশ্বাসও রাতেই ঘটনাস্থলে যান। জোয়ারের জল কমলেই বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়। শুক্রবার দুপুর প্রায় বারোটা পর্যন্ত ভাঙা বাঁধ মেরামতি সম্ভব হয়েছে। সেচ দফতরের আধিকারিক শুভদীপ দালাল বলেন, " বৃহস্পতিবার রাতের জোয়ারে কোরানখালি নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকেছিল। দ্রুত সেই বাঁধ মেরামত করা হয়েছে। আশাকরি পরবর্তী জোয়ারে আর জল ঢুকবে না।" কুমিরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবনী মন্ডল বলেন, " মাত্র কয়েকদিন আগেই ওখানে সেচ দফতরের তরফে একটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। সেই রাস্তা সহ নদী বাঁধ রাতের জোয়ারের জলের চাপে সেই বাঁধ ভেঙে গেছে। এলাকার বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পঞ্চায়েতের তরফে তাঁদের খাওয়ার জল, ত্রিপল সাহায্য দেওয়া হয়েছে ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে।"

আউটপোস্টে মোতায়েন পুলিশদের তলব সিবিআইয়ের, তলব সন্দীপকেও

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর আউটপোস্টে মোতায়েন সব পুলিশ কর্মীকে তলব করল সিবিআই। শুক্রবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হন চিৎপুর থানার অতিরিক্ত ওসি, চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনের ঘটনাস্থল সেমিনার রুম রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

এদিকে, এনিয়ে পরপর আট দিন আর জি কর-কাণ্ডের তদন্তে শুক্রবার ফের সিবিআই-জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি সন্দীপ ঘোষ। সকাল ১০টা ২০ মিনিটে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই-অফিসে পৌঁছে যান আর জি কর মেডিক্যালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। এদিনও সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি সন্দীপ ঘোষ।চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের জট খুলতে আর জি কর মেডিক্যালের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। গত সাতদিনে সন্দীপ ঘোষকে ৭৮ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই।

১ লাখ ২৮ হাজার মানুষ

● প্রথম পাতার পর

ঘরবাড়ি, মৎস্যচাষ, গবাদি পশু এবং কৃষির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী এবারের বন্যায় প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখনও বন্যা কবলিত অনেক জায়গায় প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। রাজস্ব সচিব জানান, গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এখনও উদ্ধারের কাজ চলছে। এনডিআরএফ-এর ৬টি দল এবং এসডিআরএফ-এর ৬টি দল উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত আছে। অনেক জায়গায় ত্রাণের কাজে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। আজ ১১ হাজার খাদ্যের প্যাকেট দুর্গতদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। আগামীকালও ঐসব এলাকায় খাদ্যসামগ্রী বন্টন করা হবে।

রাজস্ব দপ্তরের সচিব জানান, ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আজ এবং আগামীকাল হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই জনগণকে সতর্ক থাকার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে জানান, ৮ নং জাতীয় সড়কের মুঙ্গিয়াকামিতে যে ফাটল দেখা দিয়েছে তা দ্রুত মেরামত করা হবে। পেট্রোলের ট্যাঙ্কার পণ্যবাহী গাড়ি আমবাসা, কমলপুর, খোয়াই হয়ে আগরতলায় আসছে। তিনি জানান, বন্যা কবলিত এলাকায় বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং জানান, বন্যা কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ বিদ্যুৎ পরিকাঠামো সারাই করে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে।

জন্ম দিলো মা

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছান। তারপর ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ অজিত ত্রিপুরা গর্ভবতী মহিলার সাধারণ শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বাড়িতেই দ্রুত গর্ভবর্তী মহিলার প্রসবের সিদ্ধান্ত নেন। মেডিকেল টিমের সদস্যদের দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এদিনই দুপুর ২.৪০ মিনিট নাগাদ সফলভাবে একটি ফুটফুটে কন্যা শিশুর স্বাভাবিক প্রসব করান। শিশুটি ছিল মহিলার প্রথম শিশু। শিশুটির ওজন ছিল ২.৯ কেজি। প্রসবের পর মা ও শিশু দুজনেই বর্তমানে সুস্থ আছে। গর্ভবতী মা ও শিশুটিকে বিনামূল্যে ওষুধ এবং পথ্য দেওয়া হয়। এরপর ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ অজিত ত্রিপুরা গর্ভবতী মা সহ পরিবারের অন্যান্যদের নবজাত শিশুর যত্ন ও পরিচর্যায় কি কি করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেন। উল্লেখ্য উক্ত মেডিকেল টিমে ছিলেন দলপতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ অজিত ত্রিপুরা সহ কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সিএইচও) মোঃ আমেদউদ্দীন, মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার (এমপিডব্লিউ) কৃপাল মৈশান, খরেন জয় ত্রিপুরা ও রিপণ শীল এবং এলাকার আশাকর্মী সোনাবতী ত্রিপুরা প্রমুখ। এই রকম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চিকিৎসকদের এই ধরনের সাহসী পদক্ষেপ ও সাহায্য না পেলে গর্ভবতী মহিলাটির অবস্থা আরও সংকটজনক অবস্থায় চলে যেত। দলপতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক সহ সমস্ত মেডিকেল টিমের সদস্যদের এই ভূমিকার প্রশংসায় মুখর আত্মীয় পরিজন সহ এলাকার জনগণ।

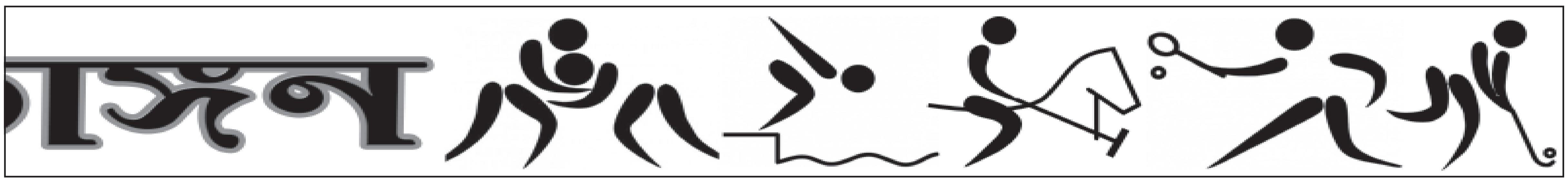

রাজ্য স্তরীয় স্কুল জুডোতে সেরা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক রাজ্য জুডো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের খেলোয়াররা। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় রানার্স হলো উত্তর ত্রিপুরা জেলা। আগরতলা বাধারঘাট স্থিত দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ইনডোর হলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতার শেষ দিন বৃহস্পতিবার অনূর্ধ ১৭ ও অনূর্ধ ১৯ বালক ও বালিকাদের লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অনূর্ধ ১৭ বালিকদের ৩৬ কেজি বিভাগে প্রথম উত্তরের মনিকা চাকমা, দ্বিতীয় সিপাহীজলার রূপালী বেগম ও তৃতীয় খোয়াইয়ের সানিয়া নমশূদ্র। ৪০ কেজি বিভাগে প্রথম গোমতী জেলার আকাঙ্ক্ষা ঘোষ, দ্বিতীয় উনকোটির লালপিঙসিঙ ডারলং, তৃতীয় ধলাই জেলার রিয়া মগ। ৪৪ কেজি বিভাগে প্রথম গোমতী জেলার ইন্দ্রানী দাস, দ্বিতীয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের জুমা আক্তার ও তৃতীয় ধলাইয়ের অনিতা ত্রিপুরা। ৪৮ কেজি বিভাগে প্রথম গোমতী জেলার তানিয়া দাস, দ্বিতীয় উনকোটি জেলার স্বপ্না মুন্ডা ও তৃতীয় দক্ষিণ জেলার ক্রিয়াংফরু মগ। ৫২ কেজি বিভাগে প্রথম স্পোর্টস স্কুলের ধিড়িং চাকমা, দ্বিতীয় দক্ষিণ জেলার রিয়া দাস ও তৃতীয় ধলাইয়ের পূর্ণিমা চাকমা। ৫২ কেজি উর্ধে প্রথম স্পোর্টস স্কুলের বিজিতা মারাক। ৬১ কেজিতে গোমতী জেলার মোনালিসা দেববর্মা প্রথম। বালক বিভাগে ৪০ কেজিতে প্রথম উত্তরের অমরজিৎ চাকমা, দ্বিতীয় স্পোর্টস স্কুলের সুজন ত্রিপুরা ও তৃতীয় দক্ষিণের অভি মগ। ৪৫ কেজি বিভাগে প্রথম উত্তরের অনুপম চাকমা, দ্বিতীয় পশ্চিমের ঈশান দে ও তৃতীয় স্পোর্টস স্কুলের রঞ্জিত ত্রিপুরা। ৫০ কেজি বিভাগে প্রথম স্পোর্টস স্কুলের দীপক রাই রিয়াং, দ্বিতীয় দক্ষিণের মিথাই মগ ও তৃতীয় গোমতী জেলার রাজেন কাইপেঙ। ৫৫ কেজিতে প্রথম স্পোর্টস স্কুলের উত্তম কান্তি ত্রিপুরা, দ্বিতীয় উত্তরের জয়জির চাকমা ও তৃতীয় খোয়াইয়ের রবিন শুক্লা দাস।

৬০ কেজি বিভাগে প্রথম স্পোর্টস স্কুলের রিমন দেববর্মা, দ্বিতীয় পশ্চিমের বিকাশ দেববর্মা ও তৃতীয় গোমতীর জুস কাইপেঙ। ৬৫ কেজি বিভাগে প্রথম স্পোর্টস স্কুলের সুমন চাকমা, দ্বিতীয় গোমতী জেলার জিরিনিজা কাইপেঙ ও তৃতীয় শুভঙ্কর মালাকার। ৭১ কেজি বিভাগে প্রথম সিপাহীজলার মেহেদী হাসান, দ্বিতীয় পশ্চিমের রাজবীর দাস ও তৃতীয় দক্ষিণের সানু দে। অনূর্ধ ১৯ বালিকাদের ৩৬ কেজি বিভাগে প্রথম উত্তরের রুমি পাল ও দ্বিতীয় খোয়াইয়ের কারোভি ঘোষ। ৪০ কেজিতে প্রথম গোমতী জেলার উমা বেগম, দ্বিতীয় উত্তরের অপরাজিতা সিংহ ও তৃতীয় দক্ষিণের তানিয়া বিশ্বাস। ৪৪ কেজি বিভাগে প্রথম গোমতীর মৈত্রী সরকার, দ্বিতীয় দক্ষিণের মাধবী চক্রবর্তী ও তৃতীয় পশ্চিমের জুয়েল সিনহা। ৪৮ কেজি বিভাগে প্রথম পশ্চিমের রুজিমা মলসম, দ্বিতীয় ধলাইয়ের পারুল চাকমা ও তৃতীয় গোমতী জেলার আলিতা রিয়াং। ৫২ কেজি বিভাগে প্রথম স্পোর্টস স্কুলের জিসা চাকমা, দ্বিতীয় দক্ষিণের উবায়ফু মগ ও তৃতীয় পশ্চিমের পপি দে। ৫৬ কেজি বিভাগে প্রথম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের আনসালিয়া রিয়াং দ্বিতীয় উত্তরের বনিতা চাকমা ও তৃতীয় ধলাইয়ের মিসানু মগ। ৬১ কেজিতে প্রথম স্পোর্টস স্কুলের দেবরি ডার্লিং ও দ্বিতীয় গোমতী জেলার শ্রাবণী তালুকদার। ৬১ কেজির উর্ধে প্রথম স্পোর্টস স্কুলের হেমা দেবী চাকমা ও দ্বিতীয় গোমতী জেলার আলীনাবতী রিয়াং। বালক বিভাগে ৪০ কেজিতে প্রথম উত্তরের অরুপম চাকমা ও দ্বিতীয় পশ্চিমের মনু দাস। ৪৫ কেজিতে প্রথম গোমতী জেলার রাকেশ কাইপেঙ, দ্বিতীয় দক্ষিণের রূপক ভৌমিক ও তৃতীয় সিপাহী জেলার সায়ন হুসেন।৫০ কেজিতে প্রথম গোমতী জেলার আব্রাহাম কাইপেঙ, দ্বিতীয় উত্তরের অলোক বাসফোর ও তৃতীয় স্পোর্টস স্কুলের জয় দেববর্মা। ৫৫ কেজি বিভাগে প্রথম স্পোর্টস স্কুলের প্রদানিয়া ত্রিপুরা, দ্বিতীয় দক্ষিণের উদয় সেন ও তৃতীয় ধলাইয়ের গৌতম চাকমা। ৬০ কেজি বিভাগে স্পোর্টস স্কুলের রুবেল ত্রিপুরা প্রথম, দ্বিতীয় সিপাহী জেলার শুভঙ্কর কর্মকার ও তৃতীয় দক্ষিণের শুভ্রন্ত মজুমদার। ৭১ কেজিতে প্রথম পশ্চিমের উত্তম সরকার ও দ্বিতীয় জিৎ নট্ট। ৭১ কেজি উর্ধে প্রথম গোমতী জেলার তন্ময় দাস ও দ্বিতীয় খোয়াইয়ের রাহুল দাস।

সোরোখাইবামের জোড়া গোল, পুলিশকে নকআউট করে ফাইনালে রামকৃষ্ণ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবারও রামকৃষ্ণ ক্লাব ফাইনালে। নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নক আউট শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচে হেরে বিদায় ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল এবং কোয়ার্টার ফাইনালের পর সেমিফাইনালে নকআউট হতে হলো পুলিশ দলকে।

স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুক্রবার সন্ধ্যার ম্যাচ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে প্রায় ৪০ মিনিট দেরিতে শুরু হয়। নির্ধারিত সময়ের খেলায় রামকৃষ্ণ ক্লাব ৩-১ গোলের ব্যবধানে পুলিশে রিক্রিয়েশন ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালের ছাড়পত্র পায়।

প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ১২ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল সোরোখাইবামের। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ও রামকৃষ্ণ ক্লাবের প্রাধান্য চোখে পড়ে। ৬৯ মিনিটের মাথায় নাদ্রিম গোবিন্দের গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাব ২-০ তে লিড নেয়। তবে ৪ মিনিট বাদে ত্রিপুরা পুলিশের বিক্রম কিশোর জমাতিয়া একটি গোল শোধ করে খেলায় ব্যবধান কমিয়ে আনে। তবে খেলার ইনজুরি টাইমে রামকৃষ্ণ ক্লাবের সোরোখাইবাম আরও একটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৩-১ হয়। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাব ফাইনালে পৌঁছে।

বিজয়ী দলের সমরজিত খাঙ্গেবাম সিং প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সন্দীপ এবং বিক্রম কিশোরের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ ক্লাবের থকসামকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, আদিত্য দেববর্মা, বিপ্লব সিংহ ও সুকান্ত দত্ত।

SL NO	NAME OF THE WORK/ UNIT NO	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	COST OF BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOAD AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	40/EE/KD/2024-25	₹ 7,20,235.00	₹ 14,405.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00	Up to 3.00 P.M. on 11-09-2024	At 4.00 P.M. on 11-09-2024	https://tripuratenders.gov.in
2	41/EE/KD/2024-25	₹ 7,20,235.00	₹ 14,405.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
3	42/EE/KD/2024-25	₹ 7,20,235.00	₹ 14,405.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
4	43/EE/KD/2024-25	₹ 14,91,921.00	₹ 29,838.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			

Details can be seen in the office of the Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura or through website https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 1246/24

Executive Engineer PWD(R&B),
Kumarghat Division Kumarghat, Unakoti Tripura

অনূর্ধ ১৭ স্কুল ফুটবলে অধীরের গোলে স্পোর্টস স্কুল চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ধলাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিতভাবেই ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে বিজিত ধলাই জেলা দল পেয়েছে রানার্স খেতাব। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত স্টেট লেভেল স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বিভাগে অনূর্ধ ১৭ ছেলেদের ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ন্যূনতম গোলে ধলাই জেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। বিজয়ী দলের পক্ষে অধীর জমাতিয়া জয়সূচক গোলটি করে। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টের অন্তিম দিনে শুক্রবার, প্রথম বেলায় প্রথম সেমিফাইনালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ২-০ গোলের ব্যবধানে সিপাহীজলা জেলা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করে।

বিজয়ী দলের পক্ষে সমীর জমাতিয়া ও নৃসিং জামাতিয়া গোল দুটি করে। অপর সেমিফাইনালে ধলাই জেলা দল ৩-১ গোলের ব্যবধানে খোয়াই জেলা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করে। বিজয়ী দলের পক্ষে জগৎ সাধন জমাতিয়া রবার্ট হালাম ও দীপেন রূপিনী একটি করে গোল করে। ধলাই এর পক্ষে একমাত্র গোলটি করে এশিয়শান দেববর্মা।

সৌদি লিগ : প্রথম ম্যাচে গোল করেও দলকে জেতাতে পারলেন না রোনাল্ডো

রিয়াদ, ২৩ আগস্ট (হি.স.): সৌদি প্রো লিগ গতকাল শুরু হয়েছে। প্রথম ম্যাচেই আল রাইদের বিরুদ্ধে গোল করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু তাঁর দল আল নাসের জিততে পারল না। ম্যাচ আমিমাংশিত ভাবে শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে রোনাল্ডোর আল নাসের খেলতে নেমেছিল আল রাইদের বিরুদ্ধে। ১-১ গোলে শেষ হয় ম্যাচ। জয় না এলেও রোনাল্ডো কিন্তু তার ফুটবল কেরিয়ারে ৯০০ গোলের থেকে আর দু'গোল দূরে রয়েছেন। খেলার ৩৪ মিনিটে সাদিও মানের কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। সৌদি লীগে এটি তার ৫০-তম গোল। প্রথমার্ধে ১ গোলে এগিয়ে থেকে রোনাল্ডোর দল যায় বিরতিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জেতা হল না। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার চার মিনিটের মধ্যে পেনাল্টি পেয়ে যায় রাইদ। অধিনায়ক ফৌজাইর পেনাল্টি থেকে গোল শোধ করেন।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
ELECTRICAL DIVISION
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municpal Corporation, West Tripura invites on behalf the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies having experienced similar nature of works / appropriate class of Internal Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/MES/PWD/Railway/other State PWD up to 3.00 P.M. on 23-08-2024 for the following work:-

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
01	DNIeT -EE (Elect)/AMC/ 21/2024-25	₹3,75,000.00	₹7,500.00	30 (Thirty) days	Date : 27-08-2024 Time : 15:00 Hrs.
2	DNIeT -EE (Elect)/AMC/ 22/2024-25	₹24,77,150.00	₹49,543.00	30 (Thirty) days	Date : 27-08-2024 Time : 15:00 Hrs.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal.

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division
Agartala Municipal Corporation

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE/KLSD/2024-25

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in Two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central:- up to 3.00 P.M. on 24-09-2024 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DATE AND TIME OF PRE-BID MEETING / CONFERENCE	DO DOCUMENT WNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Establishment of 50 bedded Drug-De-Addiction Centre at Unakoti District Hospital, Kailashahar, Unakoti District Tripura / SH: Building portion (G+4 storied) including internal water supply, sanitary installation, sewage & drainage works, Boundary wall, retaining wall and Road Works. DNIT No.- CE(Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/27/2024-25.	Rs.13,40,33,458.00	Rs.26,80,669.00	660 Days	Up to 15.00 Hrs on 24-09-2024	At 16.00 Hrs 24-09-2024	30-08-2024 at 12.00 PM	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

ICA/C/1250/24

(Er.P.C Das)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আগামী ২৪ আগস্ট ২০২৪ (চতুর্থশনিবার), ২৫ আগস্ট ২০২৪ (রবিবার) এবং ২৬ আগস্ট ২০২৪ (জন্মাষ্টমী) পর পর তিন দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা থাকলেও আগামী ২৪ আগস্ট ২০২৪ (চতুর্থ শনিবার) ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অন্তর্গত আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতাল, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যাণ্ড আই জি এম হাসপাতাল, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টার এবং মডার্ন সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল-এর বহির্বিভাগ এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা যথারীতি খোলা থাকবে।

ICA/D-672/24

ডাঃ শৌভিক দেববর্মা ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা
ত্রিপুরা সরকার

T.R.L.R. FORM 29
[See rule 92(1)]

Proclamation of sale of immovable property

Whereas the immovable property described below has been attached for the recovery of Rs. 7,20,250/- only on account of Judgment dated, 06/07/2024 in connection case No- Civil Misc. 30 of 2017 of Motor Accident Claims Tribunal No. 1, West Tripura, Agartala; due from Sri Dhabal Singha Son of Sri Natek Shingha resident of village- Halhali, Post- Halhali, P.S- Salema. Proclamation is hereby made that unless the total amount aforesaid be paid before the day here in fixed for sale, the said property shall be sold by public auction at 11.30 AM on the 12th day of September, 2024 by or about 1.30 PM. The sale extends only to the right, title and interest of the said defaulter in the said property.

Date:-20-08-2024

Sub-Division-
Kamalpur Thana-Kamalpur Tehasil- Halhali

Village with J.L. No	Sub-Division Thana, Tehail	Description	Assessment if any	Note of any known encumbrance etc.
1	2	3	4	5
Halhali	Sub-Division-Kamalpur Thana-Kamalpur Tehasil- Halhali	Mouja- Halhali Khatian no- 415 R.S. plot No- 4888 Class of land- Baluchar Area- 0.15 acres	Rs. 1,82,326/- (as per Govt. rate)	Free from any Encumbrance

ICA/D-674/24

আর এক সপ্তাহ বাদেই নবাবের শহর লখনউতে হবে ডার্বি ম্যাচ

লখনউ, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ইস্টবেঙ্গল ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কলকাতায় ডার্বি ম্যাচ হচ্ছে না। এতে হতাশ হয়েছিলেন দুই দলের সমর্থকরা। অপেক্ষা ছিল সেই আইএসএলের। কিন্তু তা নয়। হঠাৎ করে এলো সুখবর। উত্তর প্রদেশে ফুটবলের প্রচারের জন্য নবাবের শহর লখনউতে এবার অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা ডার্বি। আগামী ২ সেপ্টেম্বর লখনউতে মুখোমুখি হবে কলকাতার দুই প্রধান মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচ হবে উত্তরপ্রদেশের রাজধানীর কেডি সিং বাবু স্টেডিয়ামে, ফ্লাডলাইটে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও এই ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্পোর্টস ডিরেক্টর আরপি সিং।

হ্যান্ডবল খেলোয়াড়ের অকাল প্রয়াণে রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র হ্যান্ডবল আশিস বসু, তিনি বুধবার, সকলকে ছেড়ে না ফিরার দেশে চলে যান। প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভূমি ধ্বসে প্রাণ গেল একজন টি এস আর জওয়ানের, নাম আশীষ বসু- তিনি টিএসআর নবম ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন, উনার বাড়ির পাশেই ভূমি ধ্বসে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।মৃত্যু কালে উনি এক ছেলে সন্তান সহ উনার স্ত্রী এবং মা-বাবাকে রেখে গেছেন, উনার বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া সাব ডিভিশনের উত্তর ভারত চন্দ্র নগর এলাকায়, যতটুকু জানা গেছে বুধবার রাত্রি দশটা থেকে সাড়ে দশটার সময় তিনি এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বীর যুদ্ধার মৃত্যু হয়। তিনি স্টেট হ্যান্ডবল দলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন। মাঠে খেলার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোলকিপারের ভূমিকা পালন করতেন। ত্রিপুরার হয়ে বহুবার ন্যাশনাল করেছে এবং ত্রিপুরার নাম উজ্জল করেছেন। হ্যান্ডবল প্লেয়ার্স এবং ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উনার আত্মার সদগতি কামনা করে সাধারণ সম্পাদক লিটন রায় এক বিবৃতিতে উনার পরিবার-পরিজনদের প্রতিও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T-No: 05/EE/Div-II/AMC/2024--25 **Dated:- 16/08/2024**

Sl. No	D.N.I.e.T. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIeT No: 14/DIV-II/AMC/2024-25	Rs.35,63,654.00	Rs.71,273.00	120 days

Last date and time for document downloading / bidding: **05-09-2024 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation
Dated - 16-08-2024

No. 5777-5792/F.217/Div-II/AMC/2007

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

CMYK

জাগরণ 24 August 2024, Saturday আগরতলা ২৬ আগস্ট ২০২৪ ইং, ■ ৭ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

ভারী বর্ষণে রাজ্যে কৃষি ও বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট : বিগত কয়েক দিনের ভারী বর্ষণের ফলে রাজ্যে কৃষি, উদ্যান এবং বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সম্পদ ও জীবনহানির ঘটনাও ঘটেছে। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা জানান। রাজ্যে ভারী বর্ষণের ফলে কৃষি, উদ্যান ও বিদ্যুৎ-এর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়ে জানাতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী জানান, বন্যা পরিস্থিতির ফলে রাজ্যের ৬৮ হাজার ৮২৬ হেক্টর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ৫৩১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের কৃষি ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এরফলে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৪০৬ জন কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। এছাড়াও ১ লক্ষ ৫ হাজার ১০১ হেক্টর আমন ধানের জমি এখনও জলের তলায় রয়েছে। উদ্যান চাষের ক্ষেত্রে ৫ হাজার ৬১৪ হেক্টর জমি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৪ হাজার ৯০ হেক্টর কৃষি জমি। এর ফলে ২৭ হাজারের উপর কৃষকের ১৬৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, ভারী বর্ষণের ফলে রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থারও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের মোট বিদ্যুৎ গ্রাহকের মধ্যে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৭৩ গ্রাহক নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত সর্বশেষ তথ্যে জানা গেছে বিদ্যুতের ১ হাজার ৬০৩টি খুটি ভেঙে পড়েছে, ৫০১টি ট্রান্সফরমার, ৬৪২ কিমি কন্ডাকটরস এবং ৩৩ কেভি ও ৬৬ কেভির ২টি সাব-স্টেশন সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়াও ৯টি স্থানে ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন ব্রেক ডাউন হয়ে গেছে। এরমধ্যে ৪টি স্থানে বৈদ্যুতিক লাইন সারাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের ৯ কোটি ২ লক্ষ টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে ৮-১০ জনের ১১১টি গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে। গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অনেক স্থান জলমগ্ন থাকায় বিদ্যুৎ কর্মীরা বিদ্যুৎ সারাইয়ের কাজ করতে পারছেননা।

এছাড়াও আগরতলা শহরের (সার্কেল-১) বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক করে তোলার লক্ষ্যে ২৫টি দল দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিদ্যুৎ দপ্তর রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে, রেলওয়ে স্টেশন, আদালত সহ বিভিন্ন অফিসগুলোতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রী জানান, গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তা আগে

৮নং জাতীয় সড়কে ফাটল, স্তব্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট: প্রবল বর্ষণে আসাম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়কের ৪৭ মাইল এবং বিকল্প সড়কের সাইকা এলাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বর্হি রাজ্যের সহিত সড়ক যোগাযোগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আগরতলা। বন্ধ হয়ে গেছে যান চলাচল। চরম দুর্ভোগে সহ্য করছেন যানচালক থেকে শুরু করে যাত্রী সাধারণ।

ক্রমাগত ভারী বর্ষণের কারণে বিকল্প জাতীয় সড়কের সাইকায় ভূমিধ্বসের পর এবার ৮ নং জাতীয় সড়কের তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত ৪৭ মাইল এলাকায় ভয়াবহ ফাটলের কারণে সড়ক যোগাযোগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আগরতলা। সড়কের মাঝ বরাবর অংশে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়ে ভূমিধসের ফলে দুটি অংশ পৃথক হয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে প্রবল বর্ষণের পাশাপাশি ভূমিকম্পের কারণেও এত বড় ফাটল সৃষ্টি হতে পারে। ফাটলের কারণ অনুসন্ধানে লেগেছে সড়ক নির্মাণকারী সংস্থা।

এছাড়াও ভারী বর্ষণে ২০৮ নং বিকল্প জাতীয় সড়কের সাইকা এলাকায় ভূমিধ্বসের কারণে সড়কের বিরাট অংশ ভেঙ্গে হয়ে যায় চৌচির। হারিয়ে যায় বিকল্প জাতীয় সড়কের স্মৃতিচিহ্ন। ফলে সড়ক যোগাযোগে বর্হি রাজ্যের পাশাপাশি ধলাই, উত্তর ও ঊনকোটি জেলার সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে রাজধানী আগরতলা। আর সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকার ফলে দুইদিকে দেখা গেছে মালবাহী লড়ি ও হাল্কা যানবাহনের লম্বা লাইন।

আসামের দিক থেকে আসা মালবাহী লড়িগুলোর লম্বা লাইন দেখা গেছে ৮ নং জাতীয় সড়কের আমবাসা এলাকায়। এর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। এছাড়াও উত্তর ও ঊনকোটি জেলায় দেখা দিতে পারে রান্নার গ্যাসের সংকট। সবমিলে গত চার দিনের ভারী বর্ষণে রাজ্যের দুটি জাতীয় সড়ক ভেঙ্গে চৌচির হওয়ায় দুর্ভোগে মাত্রাতিরিক্ত আকার ধারণ করতে চলছে রাজ্যে। প্রভাব পড়তে পারে রাজ্যের আর্থসামাজিক ব্যবস্থায়। ৮ নং জাতীয় সড়ক ভেঙ্গে যাওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর দৌড়ঝাপ শুরু হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্তা ব্যাক্তিদের। এবং আপাতত যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রশাসন। বর্তমানে ৮ নং আসাম আগরতলা এবং বিকল্প জাতীয় সড়কটি সংস্কার করে কবে নাগাদ আবার যান চলাচল স্বাভাবিক করা হবে এনিয়ে নানা প্রশ্ন তুলে ক্ষোভপ্রকাশ করছেন যানচালক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

শান্তিরবাজার ও উদয়পুরে ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ আগস্ট: শান্তিরবাজার মহকুমার কাঞ্চননগর সেল্টার হাউজ পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রবল বর্ষার জলে প্লাবিত লোকজনদের রক্ষনার্থে শান্তিরবাজার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে সেল্টার হাউজ খোলা হয়েছে। যার মধ্যে শান্তিরবাজার মহকুমার কাঞ্চননগর স্কুলে একটি সেল্টার হাউজ খোলা হয়। এই সেল্টার হাউজে ৮১ পরিবারের ৩০৫জন সদস্য রয়েছে।

শুক্রবার কাঞ্চননগর স্কুলের সেল্টার হাউজ পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাক্তার মানিক সাহা। আজকের পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা জেলা পরিষদের ৭ নং আসনের জয়ী প্রার্থী নিতিশ দেবনাথ ওরফে সুমন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

আজকের পরিদর্শনে সেল্টার হাউজে থাকা লোকজনদের সঙ্গে কথাবললেন মুখ্যমন্ত্রী। সেল্টারে হাউজে রান্নার ব্যাবস্থা ও খাবারের গুনগতমান জাচাইকরলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া সেল্টার হাউজে থাকা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গেও কথাবলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজকের পরিদর্শনে সবচেয়ে নজরকারা আলোচ্য বিষয় হয়ে

দাড়ালো শান্তিরবাজার মহকুমা শাসককে নিয়ে।

লোকজনেরা যখন জল প্লাবনে দিশেহারা সেই সময় লোকজনের দুঃখ দুর্দশা কেমেরা বন্ধীকরতে একজন ভিডিওগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন শান্তির বাজার মহকুমাশাসক। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে লোকজনেরা কিভাবে জলের তলায় গিয়ে পৌঁছছে তা পরবর্তী সময়েদেখে অফসর বিনোদনের এইধরনের কর্মসূচী বলে তীব্র গুঞ্জন চলছে।

যে অর্থ ব্যায় করে ভিডিও ক্যামেরা করা হচ্ছে সেই অর্থব্যায়করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজনদের মুখে দু মোঠো অন্নতুলে দেওয়া যেতো বলে দাবী করছেন সাধারন লোকজনেরা। জানা যায় বিগত কয়েকদিন তিনি ভিডিও গ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে চলছেন। কাঞ্চননগর স্কুলে সেল্টার হাউজ পরিদর্শন করে শান্তিরবাজার পূর্ত দপ্তরের ডাকবাংলোয় এসে কিছুসময় আলোচনায় মিলিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনার মাধ্যমে শান্তির বাজার মহকুমায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সম্পর্কে জানার পর তিনি পরবর্তী গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

এদিকে, শুক্রবার আকাশ পথে গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন সকালে বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শনের জন্য গোমতি জেলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে এমবিবি বিমানবন্দরে একটি গুজ্জ-১৭ হেলিকপ্টারে চড়েন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্য সরকার বন্যায় বিপন্ন মানুষের প্রয়োজনে সাহায্য ও সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। তিনি জানান, আজ আমি গোমতী জেলার উদয়পুরের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছি।

বন্যা পরিস্থিতি, আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার, ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রী ও বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট: ত্রিপুরার বন্যা পরিস্থিতিতে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। সিডিআরএফ- এর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে ত্রিপুরার জন্য অগ্রিম ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করল কেন্দ্র। আজ সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরার জন্য এই অর্থ মঞ্জুরের কথা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্র সরকারের এই পদক্ষেপে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন তিনি সামাজিক মাধ্যমে বলেন, ত্রিপুরার বন্যা পরিস্থিতির কারণে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরাকে ৪০ কোটি টাকা অগ্রীম অর্থ মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় উদ্ধার অভিযানে কেন্দ্রের ১১টি এনডিআরএফ টিম, সেনাবাহিনীর ৩টি কলাম এবং বায়ুসেনার ৪টি হেলিকপ্টার ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে সহায়তা করছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার বোন এবং ভাইয়ের এই কঠিন সময়ে লড়াই করার জন্য মোদী সরকারকে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে।

এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের এই পদক্ষেপে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই কঠিন সময়ে প্রয়োজনীয় সর্বোত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজ্যবাসীর পাশে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকারের অবিরাম সমর্থন, এই কঠিন সময়ে দৃঢ় মনোবল নিয়ে বর্তমান অপ্রস্তুত পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে উজ্জীবিত এবং অনুপ্রাণিত করবে।

খুমুলুঙে স্বশাসতি জেলা পরিষদের উদ্যোগে ৬ষ্ঠ তপশীল দিবস উদযাপন

খুমুলুঙ, ২৩ আগস্ট।। আজ ২৩ই আগস্ট স্বশাসিত জেলা পরিষদের উদ্যোগে ৬ষ্ঠ তপশীল দিবস উৎযাপন করা হয়। নুডাই অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদসা রবীন্দ্র দেববর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা, সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের নির্বাহী সদস্যা ডলি রিয়াং, এএআরসি চেয়ারম্যান বিজয় কুমার রাঙ্খল, প্রাক্তন মুখ্যনির্বাহী সদস্য বুধু দেববর্মা, প্রাক্তন নির্বাহী সদস্য চন্দ্রোদয় রূপিনী, প্রাক্তন নির্বাহী সদস্য রমনী দেববর্মা, পশ্চিম জোন্যালের চেয়ারম্যান উনি দেববর্মা, জয়েন্ট চেয়ারম্যান বিশুরাই দেববর্মা, মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক সি কে জমাতিয়া, অতিরিক্ত মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক মুসলিম উদ্দিন আহমেদ ও প্রশাসনিক আধিকারিক প্রদীপ দেববর্মা প্রমুখ।

নিগমের জল নিকাশি ব্যবস্থা খুবই উন্নতমানের, যা অতীতে কখনও ছিল না ঃ মেয়র

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: নিগমের জল নিকাশি ব্যবস্থা খুবই উন্নত। যা অতীতে কখনও ছিল না। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন তিনি বলেন, গত দুদিন হাওড়া নদীর জল স্তর বিপদ সীমার উপর থাকার কারনে আগরতলা শহর জলমগ্ন হয়ে পরে। পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটা স্বাভাবিক। রাস্তাঘাট থেকে জল নেমে গেছে। বন্যা পরিস্থিতিতে পুর নিগমের কর্মীরা দিনরাত কাজ করে গিয়েছে। নিগমের জল নিকাশি ব্যবস্থা খুবই উন্নত। যা বিগত দিনে কখনও ছিল না।

এদিন তিনি আরও বলেন, পুর নিগমের ৪টি জোনে মোট ৩৫টি অস্থায়ী ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। আশ্রিতদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

বটতলা মহাশ্মশান বন্ধ, চুল্লি সরাইয়ে লাগবে কমপক্ষে সাতদিন, হাঁপানিয়ায় সৎকারের পরামর্শ মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট: বন্যার পরিস্থিতি জেরে আগরতলায় বটতলা মহাশ্মশানে আপতত সৎকার কার্য বন্ধ থাকবে। বন্যার জলে ডুবে মহাশ্মশানের সমস্ত চুল্লি অচল হয়ে পড়েছে। তা সচল করতে কমপক্ষে সাতদিন সময় লাগবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সাথে শহরবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, এই সময়ের মধ্যে হাঁপানিয়াস্থিত শ্মশান সৎকারের জন্য ব্যবহার করুন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাতে বটতলা মহাশ্মশানের বেশ কয়েকটি চুল্লি জলের তলায় চলে গিয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এ চুল্লিতে মরদেহের শেষকৃত্য করানো সম্ভব হচ্ছে না। ঘরের ভেতরের বৈদ্যুতিক চুল্লিতেই মরদেহের শেষকৃত্য করানো হচ্ছে। টানা বর্ষণের কারণে বটতলা চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মহাশ্মশানের ডোম ও কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মরদেহ শেষকৃত্য করাতে কিন্তু তারপরও বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে শ্মশানযাত্রীরা অপেক্ষায় বসে থাকেন।

গৌরনগর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হলেন লক্ষ্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ আগস্ট: কৈলাসহর গৌরনগর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতিতে চেয়ারম্যান হিসেবে নব নিযুক্ত হলেন কংগ্রেস প্রার্থী লক্ষ্মী নম:। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চেয়ারম্যানের পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান জিলা পঞ্চায়েত আধিকারিক ডেভিড এল হালাম।

শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। এদিন কংগ্রেস সমর্থিত আটজন সদস্যকে শপথবাক্য পাঠ করান জিলা পঞ্চায়েত আধিকারিক ডেভিড এল হালাম। উপস্থিত ছিলেন ব্লক আধিকারিক, কংগ্রেস দলের বিধায়ক বিরোজিত সিনহা।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে ব্লকের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। শপথ বাক্য পাঠের পাশাপাশি কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। চেয়ারম্যান হিসেবে লক্ষ্মী নমঃ এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয় মোঃ বদরুজ্জামান কে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সমর্থিতদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

স্থগিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ১৫ সেপ্টেম্বর

আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। মানবদরদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস উদযাপন উপলক্ষে শিশু কিশোরদের মধ্যে বসে-আঁকো, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা যা আগামী ২৫শে আগষ্ট, ২০২৪ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তা ত্রিপুরার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির কারণে স্থগিত রাখা হলো। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পূর্ব নির্ধারিত স্থান এবং সময়ে ঐ প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মুক্তধারা মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে বিকাল ৫ ঘটিকায়। এই অবাঞ্চিত পরিস্থিতির জন্য উদ্যোক্তাদের সবাই আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাকিস্তানে পুলিশের কনভয়ে রকেট হামলায় নিহত ১১ পুলিশকর্মী

ইসলামাবাদ, ২৩ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানের পঞ্জাবে জঙ্গি হামলায় প্রাণ গেল অন্তত ১১ জন পুলিশকর্মীর। গুরুতর জখম হয়েছেন ৭ জন। জানা গিয়েছে, পঞ্জাব প্রদেশের মচকা এলাকায় তল্লাশি অভিযানে বেরিয়েছিল পুলিশের একটি কনভয়। কিন্তু কনভয়ে থাকা দুটি গাড়ি হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়ে রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ে। পুলিশ কর্মীরা নেমে তা ঠিক করছিলেন। সেই সময় অতর্কিতে রকেট হামলা চালানো হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১১ জনের। হামলা চালানোর পরই সেখান থেকে পালিয়ে যায় আততায়ীরা। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা নওয়াজ শরিফ কন্যা মরিয়ম নওয়াজ। যদিও কোন জঙ্গি সংগঠন এই কাজ করেছে, তা এখনও জানা যায়নি। কোনও সংগঠন হামলার কথা স্বীকারও করেনি। এই হামলার ঘটনার নিন্দা করার পাশাপাশি কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এদিকে, এও জানা গিয়েছে, কয়েকজন পুলিশকর্মীকে অপহরণও করতে পারে দুষ্কৃতীরা। তাঁদের ছাড়িয়ে আনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পুলিশের আইজি উসমান আনওয়ারকে নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী।

কল্যাণপুরে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৩ আগস্ট: কল্যাণপুরে খোয়াই নদীর জলস্তর কমতেই কল্যাণপুর থানাধীন শান্তিনগর এর বড়ইগোটা গ্রামের নদী তিরবর্তী এলাকায় এক পচা গলা মৃত দেহ উদ্ধার এর খবর পাওয়া গেলো। মৃত দেহ টি একজন পুরুষের। কিন্তু পচাগলা। খবর পেয়েই কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর কর্মীদের সাথে নিয়ে পুলিশ মৃত দেহ টি উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে ময়নাতদন্তের জন্য।

বিলোনীয়া হাসপাতালে গর্ভবতী মহিলার অস্ত্রোপচার

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : সংকটজনক অবস্থায় গর্ভবতী মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে আনার পর অস্ত্রোপচার করে সন্তানের প্রসব করালেন চিকিৎসকরা। বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে গতকাল রাত একটা নাগাদ এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন হাসপাতালে চিকিৎসকরা। চোত্তাখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ওই রোগীনির উচ্চ রক্তচাপ ছিল এবং তার জরায়ুতে জল ভেঙে গিয়েছিল। ২২ আগস্ট বিকেল চারটা নাগাদ ওই গর্ভবতী মহিলাকে চোত্তাখলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু রাস্তায় বড় পাথরী এলাকাতে বন্যার জলে আটকে পড়ে তারা।

ঘটনার খবর পেয়ে এনডিআরএফ টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। সাড়ে সাতটা নাগাদ রোগীনিকে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছাতে সক্ষম হয় তারা। তাদের উদ্ধার করার ক্ষেত্রে ও অস্ত্রোপচার দ্রুত সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন জেলাশাসক স্মিতা মল, এসিস্ট্যান্ট কালেক্টর কৃষ্ণ কুমার গুপ্তা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত দাস, বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বিমল কলই এবং দক্ষিণ জেলার ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অফিসার ডাঃ মনীষ চৌধুরী। রোগীনিকে পরীক্ষা করে তড়িঘড়ি অপারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

রাত একটা নাগাদ চিকিৎসকসহ মেডিকেল টিম অস্ত্রোপচার শুরু করেন। রাত দেড়টা নাগাদ ২.৭ কেজি ওজনের একটি পুত্র সন্তানের প্রসব করাতে সমর্থ হন চিকিৎসকরা। উক্ত মেডিকেল টিমে ছিলেন বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বিমল কলই, স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্নেহাংশু দাস, এনেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ জয়দেব চৌধুরী, সিনিয়র নার্সিং অফিসার স্বপ্না রাণী দেবনাথ, নার্সিং অফিসার সোমা সাহা, সঞ্চিতা সোম, মিঠু মল্লিক, ৩টি অ্যাসিসট্যান্ট প্রেমতোষ দত্ত প্রমুখ। মা ও সন্তান দুজনই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ রয়েছেন। প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকায় রোগীর আত্মীয় পরিজনরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপসারনের জন্য বিশেষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ আগস্ট: বহুদিন থেকে ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকারের অপসারণ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বেশ তোলপাড় চলছিলো। সেই মোতাবেক আজ সকালে ধর্মনগর পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে পুর পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসারের উপস্থিতিতে ধর্মনগর পুর পরিষদের কুড়িজন নির্বাচিত কাউন্সিলর উপস্থিত থেকে বিভিন্ন পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী সকলের স্বাক্ষর সম্বলিত রিজিলিউশন পাঠালেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট।

রেজুলেশন পাঠিয়ে আজকের সভায় উপস্থিত কাউন্সিলাররা উত্তরের জেলা শাসকের সাথে দেখা করেন।

যত শীঘ্রই সম্ভব জেলা শাসক তাদের আনা অনাস্থা গ্রহণ করে নতুন চেয়ারপার্সন নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন তার অনুরোধ জানান তারা।

পুর পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার জানিয়েছেন পুর পরিষদের কাউন্সিলরদের কর্তৃক উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব জেলা শাসক গ্রহণ করে চেয়ারপার্সন পথটি শূন্য বলে ঘোষণা করার পরবর্তীতে পুনরায় কাউন্সিলররা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী নতুন চেয়ারপার্সন নির্ণয় করবেন। অর্থাৎ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মনগর পুর পরিষদ নতুন চেয়ারপার্সন দেখতে চলেছেন। এখন কেবল জেলাশাসক আদেশের অপেক্ষায় সকলে।

ভূমিধ্বসে স্তব্ধ জাতীয় সড়ক পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ আগস্ট: টানা কয়েকদিনের বর্ষণে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের তেলিয়ামুড়া মহকুমা আঠারোমুড়া পাহাড়ের মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন ৩৯ মাইল তুইকরমা এলাকায় পাহাড় ধসে পরে স্তব্ধ জাতীয় সড়ক। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

টানা কয়েকদিনের দিনের বর্ষণে বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত ৪৭ মাইল শিবমন্দির এলাকার জাতীয় সড়ক ফাটল ধরে। এরপর থেকে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের যানবহন চলাচল প্রশাসনিকভাবে বন্ধ করে দেয়। যাতে কোন ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে।

শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ অসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৩৯ মাইল তুইকর্মা এলাকায় পাহাড় ভেঙ্গে রাস্তায় পড়ে। যার ফলে জাতীয় সড়ক স্তব্ধ হয়ে পরে। এদিকে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জাতীয় সড়কের এই রাস্তা ধরে ৪৭ মাইল এলাকা শিব মন্দির এলাকায় রাস্তা ফাটল জায়গায় যাওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে পাহাড় ভেঙ্গে জাতীয় সড়কের উপরে পড়ে। আটকে পড়ে যায় মন্ত্রীর বিকাশ দেববর্মা। জানা গিয়েছে, প্রশাসনিকভাবে দ্রুততায় মাটি সরানোর কাজে হাত দেওয়া হবে। এইদিনই তিনি টানা কয়েক দিনের বর্ষণে তুইকরমা স্কুলে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।

CMYK